চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমফিল ডিগ্রির

জন্য জমাকৃত গবেবষণাকর্ম

গবেষক	তত্ত্বাবধায়ক
মো. শাহীনুজ্জামান	ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
এমফিল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০৭	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সেশন: ২০১২-১৩ ইং	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমফিল ডিগ্রির জন্য *চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ* শিরোনামের এই গবেষণাকর্মটি মো. শাহীনুজ্জামান কর্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। আমি যতদূর জানি তাতে বলা যায় যে, এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি অথবা প্রবন্ধ আকারে এই গবেষণাকর্মটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

এটি একটি মৌলিক গবেষণা। তাই আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই গবেষণাকর্মটি মূল্যায়নের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য গবেষককে অনুমোদন দিচ্ছি।

তত্ত্বাবধায়ক

২৪/১১/২০১৮

ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
এম. ফিল/পি. এইচ. ডি
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষকের ঘোষণা

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ শিরোনামে এই গবেষণার মূল বিষয়টি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল বা পিএইচডি গবেষণার জন্য জমা দেয়া হয়নি। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। যেহেতু এটি একটি মাঠকর্মভিত্তিক গবেষণা তাই যেসব স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলোর টাইপোলজিক্যাল স্টাডি বা হাতিয়ারের ধরন বিশ্লেষণের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুটি সেমিনারে গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর ছবি ও স্থানের নামগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেসব সেমিনার থেকে প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের অভিমত বর্তমান হাতিয়ারগুলোর টাইপোলজি বা ধরন বিশ্লেষণে সহযোগিতা করেছে। তবে কোন প্রবন্ধ, প্রকাশনা বা একাডেমিক ডিগ্রির জন্য এটি অন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। তাই এই মৌলিক গবেষণাটি এমফিল ডিগ্রির জন্য শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আওতায় জমা দেয়া হলো।

গবেষক

মো. শাহীনুজ্জামান ২৭/০৩/২০১৭

মো. শাহীনুজ্জামান

এমফিল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০৭

সেশন: ২০১২-১৩ ইং

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

অধ্যাপক ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রতি। যার অশেষ রহমতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এবং নানা জটিলতা পেরিয়ে তিনি এই গবেষণাকর্মটি জমা দানের তৌফিক দিয়েছেন।

এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য অনুমতি দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই গবেষণাকর্মটির তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদের প্রতি। যিনি নানা পর্যায়ে এই গবেষণার বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে গবেষককে অবহিত করেছেন ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণাটির প্রথম থেকেই বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রাক-ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হক। গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোর টাইপোলজিক্যাল স্টাডির ক্ষেত্রে অভিমত দিয়ে তিনি সহযোগিতা করেছেন। এই থিসিস পেপারে ব্যবহৃত প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলোর ছবি তুলতে তার ক্যামেরাটি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

একাডেমিক বিষয়ে তার নানা সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল এর প্রতি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই গবেষণার প্রথম দিকের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আকশাদুল আলমের প্রতি। গবেষণাকর্মটি যাতে প্রতিষ্ঠানিকভাবে শুরু করা যায় সেজন্য প্রথম থেকেই সহযোগিতা করেছেন করেছেন একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর। তার প্রতি কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই এমফিল গবেষণার প্রথম পর্বের শিক্ষক ড. সোনিয়া সিতারার প্রতি, যিনি একাডেমিক কোর্সে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া গবেষণাধীন বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইফতেখার ইকবাল। এছাড়া ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভিন্ন সময়ে তাদের নানা পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য। একই বিভাগের কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান, রতন কুমার দে, চন্দন কুমার

বিশ্বাস, ফয়সল আক্তার ও শৈশব দে সহ অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভিন্ন সময়ে তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য।

মাঠকর্মভিত্তিক অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে সহজে যাতে মাঠকর্ম করা যায় এজন্য গবেষণাধীন অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের প্রতি চিঠি ইস্যু করে দিয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম কে আহসান। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এই গবেষণার একেবারে প্রথম দিকে বিভিন্ন পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোকাম্মেল এইচ ভূঁইয়া। পাশাপাশি এই গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আরও সহযোগিতা করেছেন এই বিভাগেরই শিক্ষক অধ্যাপক ড. সীমা পাওয়াঙ্কার, অধ্যাপক ড. সূফি মোস্তাফিজুর রহমান, বুলবুল আহমেদ, নুরুল কবির, মিজানুর রহমান জামী, মাসুদ ইমরান মান্নু, জয়ন্ত সিংহ রায়সহ অনেকে। তাদের সবার প্রতিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণার ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে গবেষণা থিসিস পেপারটি জমা দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য ও একাডেমিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত করে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিভাগের এমফিল, পিএইচডি শাখার উপ-রেজিস্ট্রার শেখ মো. জামাল। এই বিভাগে তার সকল সহকর্মীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাদের নানা সহযোগিতার জন্য।

এই গবেষণার শেষ দিকে ব্যস্ততার মাঝেও বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ডা. নূর মোহাম্মদ শাহীন। গবেষণাটির শেষ পর্যায়ে এসে তার ব্যক্তিগত ল্যাপটপটি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। পাশাপাশি গবেষণাকর্মটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেজন্য আইটি বিষয়ক বিভিন্ন সমাধান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তার প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা থিসিস পেপারটি জামাদানের শেষ পর্যায়ে আর্থিকভাবে ও বিভিন্ন সময়ে নানা পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে ছোট বোন সোনিয়া ফরাজি। গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে তার সহযোগিতা না পেলে গবেষণাকর্মটি হয়তো জমাই দেওয়া যেতো না। এজন্য তার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। থিসিস পেপারটি লেখার সময়ে আত্মীয় নূর মুহাম্মদ তার কম্পিউটারটি ব্যবহার করতে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটির একবারে শেষ পর্যায়ে এসে এর কাঠামোগত বিন্যাস, প্রুফ রিডিং ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয় সংশোধন করে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বৃতি সুন্দর গাইন। তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার শাখা, সাইবার সেন্টার ও ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও ভূতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও জাদুঘরের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেক্টিভ (RDC) এর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সময়ে এসব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা বর্তমান গবেষণাটির বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে বিশেভাবে সহযোগিতা করেছে। তাই এসব কর্তৃপক্ষের সবার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক কর্তৃপক্ষ, রাঙামাটি সার্কিট হাউজ কর্তৃপক্ষ, করল্যাছড়ি আর্মি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ, গুলশাখালি ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের সহযোগিতার জন্য।

মাঠকর্মভিত্তিক গবেষণার সময়ে গবেষণা অঞ্চলের স্থানীয় অনেকে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি গবেষণাকালীন সময়ে আরও অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। যাদের সহযোগিতায় এধরনের একটি মাঠকর্মভিত্তিক গবেষণা ও পরবর্তীকালে গবেষণার বিভিন্ন বিষয় সম্পন্ন করা সহজ হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি নাছিমা বেগম, আব্দুল ছোবহান ফরাজী, পলি আক্তার, বুলবুল আহমেদ, মমিনুল হক পূরব, মোহাম্মদ আলী, নুরুল আমিন, সাদ্দাম হোসেন, শারমিন আক্তার, সিদ্ধার্থ দেব, শাহেদ নিলাভ, মো. হাসিব, নিজাম নূর, সুমাইয়া আক্তার, মোজাম্মেল হক রিমন, ডা. আশরাফুন্নেসা, জুবায়ের জুয়েল, বিকাশ দে, নজরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাকিব আল হাসান, সাজ্জাদ হোসেন, পরাগ মিজান, মাহদি তুরাগ, নাজমুল হাসান, কুরবান আলী, নুরু তালুকদার, মো. ছোটন, রোকেয়া আক্তার, রেনু আক্তার, মনি পাহাড়ি, আশিক সুমন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাইফুল ইসলাম সুমন, দেলোয়ার হোসেন, জাহিদ হাসান, মো. হাসান, মিথিলা দে, মো. রিপন, রোকনুজ্জামান বাবুল, আরিফ হোসেন, বদিউজ্জামান সোহাগ, রিফাত হাসান, ইকরাম আহমেদ, মিরাজ আল বাসার, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মো. ফারুক, সুরাইয়া আক্তার, লাকি আক্তার, পলাশ হোসাইন, মো. নয়ন, রিয়াজ হাসান, জাহেদ হোসেন, রবিউল ইসলাম মোক্তার, মো. জসিম উদ্দীনসহ অনেকে। এছাড়া আরও অনেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন যাদের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, তাদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা থিসিস পেপারটি প্রিন্টিংয়ে সহযোগিতা করেছে বাবুল ফটোকপি অ্যান্ড মেডিক্যাল বুকস এবং বাইন্ডিংয়ে সহযোগিতা করেছে সেবা বুক বাইন্ডিংস। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিষয়সূচি

	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি তালিকা	xi
মানচিত্র তালিকা	xi
ছবির তালিকা	xi
স্কেচ তালিকা	xii
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
ভূমিকা	১৩
গবেষণা শিরোনামের যথার্থতা যাচাই ও গুরুত্ব	১৪
গবেষণার উদ্দেশ্য	১৬
সাহিত্য পর্যালোচনা	১৬
পূর্ববর্তী গবেষণা	২১
গবেষণা পদ্ধতি	২৩
গবেষণা এলাকা	২৩
বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা	২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: ভৌগোলিক, পরিবেশগত বিন্যাস ও ভূমিরূপ	
ভৌগোলিক, পরিবেশগত বিন্যাস	২৭
জলবায়ু ও পরিবেশ	২৯
নদী ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৩০
মাটি	৩২
বন, উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্ভার	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়: প্রত্নস্থানের বিবরণ ও প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের শ্রেণিবিন্যাস	

প্রত্নস্থানগুলোর অবস্থান	৩৬
প্রত্নস্থান, প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের শ্রেণিবিন্যাস ও ধরন বিশ্লেষণ	৩৭
চতুর্থ অধ্যায়ঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা	
নব্য প্রস্তর যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	৭৭
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড	৭৯
বসতি বিন্যাস	৮০
নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	৮১
অন্যান্য প্রত্নস্থান ও হাতিয়ারের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা	৮৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উপসংহার	
উপসংহার	৯১
গ্রন্থপঞ্জি	

সারণি তালিকা

সারণি - ১ : প্রত্নস্থানগুলোর অবস্থান (Location of the Sites) ৩৬
সারণি - ২: প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্তির স্থানগুলোর নাম ৮৫
সারণি - ৩: নব্য প্রস্তর যুগের প্রাপ্ত নিদর্শন ও হাতিয়ারের সংখ্যা ৯১

মানচিত্র তালিকা

মানচিত্র-১, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৫
মানচিত্র-২: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Sitakunda Eco Park (SK) ৩৮
মানচিত্র-৩: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC) ৪৩
মানচিত্র-৪: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS) ৫২
মানচিত্র-৫: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW) ৫৫
মানচিত্র-৬: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM) ৫৮
মানচিত্র-৭: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Ghagra Bazaar Road Side (GB) ৬২
মানচিত্র-৮: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Maisa-chakmar-dokan Chhar's Garden (MCG) ৭৫

ছবির তালিকা

ছবি-১: সীতাকুণ্ডের পাহাড়ি এলাকা, চট্টগ্রাম ২৮
ছবি-২: কাপ্তাই লেকের উপর মেঘলা আকাশ, রাঙামাটি ২৯
ছবি-৩: পতেঙ্গার কাছে কর্ণফুলী নদী, চট্টগ্রাম ৩০
ছবি- ৪: কাপ্তাই লেক, রাঙামাটি ৩১
ছবি-৫: ছড়া, সীতাকুণ্ড এলাকা, চট্টগ্রাম ৩১
ছবি-৬: ছড়ার মধ্যে পানি সংরক্ষণ, ঘাগড়া, রাঙামাটি ৩১
ছবি-৭, ৮: প্রাকৃতিক ঝর্ণা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ৩২
ছবি-৯: পটিয়া এলাকার মাটি ও ভূমিরূপ, চট্টগ্রাম ৩৩
ছবি-১০: লংগদু এলাকার মাটি ও ভূমিরূপ, রাঙামাটি ৩৩
ছবি-১১: সীতাকুণ্ড এলাকার পাথুরে পাহাড়ের সেকশন, চট্টগ্রাম ৩৩
ছবি-১২: পাহাড়ের গায়ে জন্মানো ছন ঘাসসহ অন্যান্য পাহাড়ি উদ্ভিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ৩৪
ছবি-১৩, ১৪: সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক এলাকা, Sitakunda Eco Park (SK) ৩৮
ছবি-১৫: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Scraper Core (SK-1) ৩৯
ছবি-১৬: হাতিয়ারের এপিঠ, ওপিঠ, Broken Axe (SK-2) ৪০
ছবি-১৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Small Axe (SK-3) ৪১
ছবি-১৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Side Scraper (SK-4) ৪২
ছবি-১৯, ২০: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC) ৪৪
ছবি-২১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Celt (BRC-1) ৪৫
ছবি-২২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Conex Scraper (BRC-2) ৪৬
ছবি-২৩: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Convex Scraper (BRC-3) ৪৭
ছবি-২৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Axe (BRC-4) ৪৮
ছবি-২৫: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Axe (BRC-5) ৪৯
ছবি-২৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Chisel like Narrow Body (BRC-6) ৫১
ছবি-২৭: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS) ৫৩

ছবি-২৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Small Celt-Cum-Side-Scraper (NCS-1) ৫৪
ছবি-২৯: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW) ৫৬
ছবি-৩০: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Small Tiny Chopping (NCW-1) ৫৭
ছবি-৩১: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM) ৫৯
ছবি-৩২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Celt (NCM-1) ৬০
ছবি-৩৩: প্রত্নস্থানের সেকশনের অবস্থান, Ghagra Bazaar, Road Side (GB) ৬৩
ছবি-৩৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Broken Point not finished (GB-1) ৬৪
ছবি-৩৫: প্রত্নবস্তুটির এপিঠ-ওপিঠ, Core (MIG-1) ৬৫
ছবি-৩৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Celt (BDC-1) ৬৭
ছবি-৩৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Broken Celt (BDC-2) ৬৯
ছবি-৩৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Broken Pick like Celt (BDC-3) ৭০
ছবি-৩৯: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Flake Used as Side scraper (KAHN-1) ৭১
ছবি-৪০: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE) ৭৩
ছবি-৪১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, (KAE-1) ৭৪
ছবি-৪২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Flake Used as Side Scraper (MCG-1) ৭৬
ছবি-৪৩: রাঙামাটি থেকে প্রাপ্ত পাথর ও জীবাশ্ম কাঠের তৈরি নিওলিথিক কুঠার সদৃশ হাতিয়ার ৮৭

স্কেচ তালিকা

স্কেচ- ১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-1) ৩৯
স্কেচ- ২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-2) ৪০
স্কেচ- ৩: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-3) ৪১
স্কেচ- ৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-4) ৪২
স্কেচ- ৫: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ Celt (BRC-1) ৪৫
স্কেচ- ৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-2) ৪৬
স্কেচ - ৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-3) ৪৭
স্কেচ - ৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-4) ৪৮
স্কেচ - ৯: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-5) ৫০
স্কেচ - ১০: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-6) ৫১
স্কেচ - ১১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (NCS-1) ৫৪
স্কেচ - ১২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, (NCW-1) ৫৭
স্কেচ - ১৩: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (NCM-1) ৬১
স্কেচ - ১৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (GB-1) ৬৪
স্কেচ - ১৫: প্রত্নবস্তুটির এপিঠ-ওপিঠ, (MIG-1) ৬৫
স্কেচ - ১৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BDC-1) ৬৮
স্কেচ - ১৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BDC-2) ৬৯
স্কেচ - ১৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BDC-3) ৭০
স্কেচ - ১৯: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (KAHN-1) ৭২
স্কেচ - ২০: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, (KAE-1) ৭৪
স্কেচ - ২১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (MCG-1) ৭৬

গবেষণার সার সংক্ষেপ

এই এমফিল গবেষণাকর্মটি *চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ* শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ ইং সেশনের এমফিল গবেষক মো. শাহীনুজ্জামান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণাটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। এই গবেষণাটি গবেষকের ব্যক্তিগত উৎসাহ থেকে ২০০৭ সালে শুরু হয়েছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে গবেষণাটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান গবেষণাধীন অঞ্চলে ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কগিন জে ব্রাউন কর্তৃক ও ১৯৫৮ সালে ডাইসন কর্তৃক রাঙামাটিতে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কারের সূত্র ধরে মাঠকর্মভিত্তিক এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে মানুষের বিচরণ ছিল।

এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষণাধীন অঞ্চলের মোট ১১টি স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ও গবেষণার সুবিধার্থে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্তির স্থানগুলোর নামকরণ ইংরেজি ভাষায় করা হয়েছে। গবেষণাধীন অঞ্চলের ৩টি জেলা থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার ২টি স্থান হলো Sitakunda Eco Park (SK) ও Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)। রাঙামাটি জেলার ৮টি স্থান হলো New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS), New Circuit-house helipad Western-slope (NCW), New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM), Ghagra Bazaar-road-side (GB), Midpoint Gulsakhali (MIG), BDR-camp Back-side Chhara (BDC), Karallachhari Army-camp

Dhaka University Institutional Repository

Helipad Norther-slope (KAHN) ও Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)। খাগড়াছড়ি জেলার ১টি স্থান হলো Maisa-Chakmar-dokan Chhara's-opposite Garden (MCG)।

এসব স্থান থেকে বিভিন্ন ধরনের ২০টি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। হাতিয়ারগুলোর মধ্যে রয়েছে Scraper Core (SK-1), Broken Axe (SK-2), Small Axe (SK-3), Side Scraper (SK-4), Celt (BRC-1), Convex Scraper (BRC-2), Convex Scraper (BRC-3), Axe (BRC-4), Axe (BRC-5), Chisel like Narrow Body (BRC-6), Small Tiny Chopping (NCW-1), Celt (NCM-1), Broken Point (GB-1), Small Celt-Cum-Side-Scraper (NCS-1), Flake Used as Side Scraper (KAHN-1), Small Convex Scraper (KAE-1), Celt (BDC-1), Broken Celt (BDC-2), Broken Pick like Celt (BDC-3)।

এর পূর্বে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো সীতাকুণ্ড এলাকাকে একটি ফ্যাক্টরি সাইট বা হাতিয়ার তৈরির স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। একই সাথে জীবিকার তাগিদে এই এলাকার বনাঞ্চলে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের বিচরণ ছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইতোপূর্বে এই অঞ্চলে যেসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সেগুলোকে গবেষকগণ পার্শ্ববর্তী এলাকা বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশের সিলেট ও কুমিল্লা এবং মিয়ানমারের সাথে সম্পৃক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই এই মতের উপর ভিত্তি করে বলা যায় গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত যেসব নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোও উল্লিখিত অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত। এই গবেষণাটি ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন সূত্র ও সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশা করা যায়।

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রথম প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে একটি জীবাশ্ম কাঠের তৈরি কাধযুক্ত কুঠার সদৃশ হাতিয়ার (Neolithic Celt) আবিষ্কৃত হয়েছিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়ি এলাকায়। ১৮৮৬ সালে আবিষ্কৃত এই হাতিয়ারটির তথ্য পাওয়া যায় আর ডি ব্যানার্জি রচিত *বাংলার ইতিহাস* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।[১]

প্রাগৈতিহাসিক মানব বসতি গড়ে ওঠার জন্য যে উপাদানগুলোর সন্নিবেশ জরুরি তার মধ্যে রয়েছে হাতিয়ার তৈরির কাঁচামাল, পানির সহজলভ্যতা ও খাদ্যের উৎস থাকা। এসব উৎসের সবগুলোরই উপস্থিতি রয়েছে গবেষণার জন্য নির্বাচিত স্থান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এই এমফিল গবেষণাকালীন সময়ে ও এর পূর্বে ওই অঞ্চলে মাঠকর্মভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেসব নিদর্শন প্রমাণ করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের বিচরণ ছিল।

এই **অঞ্চলে** যেসব স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে মধ্যে দুটো স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড ও বাঁশবাড়িয়া এলাকায়। এগুলো হলো Sitakunda Eco Park (SK) ও Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC) । আটটি স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলায়। স্থানগুলো হলো New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS), New Circuit-house helipad Western-slope (NCW), New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM), Ghagra Bazaar-road-side (GB), Midpoint Gulsakhali (MIG), BDR-camp Back-side Chhara (BDC), Karallachhari Army-camp Helipad Norther-slope (KAHN) ও Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)। একটি স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায়। স্থানটি হলো Maisa-chakmar-dokan Chhara's opposite Garden (MCG) ।

[১] Dilip K Chakrabarti, *Ancient Bangladesh: A Study of the Archaeological Sources,* Oxford University Press Limited, Dhaka, 1992, p 32.

এসব স্থান থেকে যেসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে কুঠার (Axe), কুঠার সদৃশ হাতিয়ার (Celt), চাঁছুনি (Scraper), পার্শ্ব চাঁছুনি (Side Scraper), উত্তল চাঁছুনি (Convex Scraper), কুঠার সদৃশ হাতিয়ার-কাম-চাঁছুনি (Celt-Cum-Scraper), ভাঙা পয়েন্ট (Broken Point) ইত্যাদি।

হাতিয়ারের ধরন বিশ্লেষণ, নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক ও তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে এসব হাতিয়ারগুলো নব্য প্রস্তর যুগের বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হাতিয়ারগুলো জীবাশ্ম কাঠ ও পাথর উভয় ধরনের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। সাধারণত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ছাড়া যেসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায়, সেগুলোর প্রাথমিক প্রেক্ষিত বা প্রাথমিক আন্তঃসম্পর্ক (Primary Context) থাকে না। তাই এই গবেষণায় যেসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই পরবর্তী প্রেক্ষিত বা পরবর্তী আন্তঃসম্পর্কযুক্ত (Secondary Context) এবং এগুলো ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে সংগৃহীত। সাধারণত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো ঐতিহাসিক যুগের আগের হওয়ায় এগুলো মাটির অনেকটা গভীরে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু গবেষণায় যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলোর প্রেক্ষিত বিশ্লেষণে দেখা গেছে সেগুলো হয় পাহাড়ের কোন অংশ কাটার কারণে বা প্রাকৃতিক কারণে (বৃষ্টি, ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্পসহ নানা কারণে) প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারগুলো উন্মুক্ত হয়েছে।

এই হাতিয়ারগুলো পরবর্তী গবেষণার জন্য নতুন একটি সম্ভাবনারও সৃষ্টি করেছে, কারণ পূর্বে ওই অঞ্চল থেকে যেসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলো এখন আর বাংলাদেশে সংরক্ষিত নেই। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙামাটি থেকে ১৯৫৮ সালে পাওয়া একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারটি চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর থেকে হারিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ।

তাই নতুনভাবে পাওয়া এই প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারগুলো দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের প্রাক-ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন ও পরবর্তী গবেষণার জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

গবেষণা শিরোনামের যথার্থতা যাচাই ও গুরুত্ব

এই গবেষণার জন্য শিরোনাম নিধারণ করা হয়েছে, *চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ* *(An Exploratory Study and Documentation on Prehistory of Chittagong and Chittagong Hill Tracts Region)* ।

এই গবেষণাকর্মটি মূলত এমন একটি পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। প্রাথমিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেসব হাতিয়ার ও প্রাপ্ত স্থানের তথ্য নথিভূক্ত করা হয়েছে তা এই গবেষণাকর্মটির শিরোনামের সার্থকতা অনেকটাই প্রমাণ করে। গবেষণার আওতাধীন এলাকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) অধিকাংশ গবেষক ও ইতিহাসবিদগণ সাধারণভাবে একটি Region বা অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তাই ইরেজির শিরোনামে এটিকে একটি Region বা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ওই এলাকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গবেষণার আওতাধীন এলাকাকাকে একটি অঞ্চল বা হিসেবে Region বা অঞ্চল উল্লেখ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় যেমনঃ Haroun Er Rashid তার বই *Geography of Bangladesh*-এ চট্টগ্রামকে একটি Region বা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

> *"The forests of the Chittagong Division are composed of the same different types as found in other parts of the Chittagong Region"*[২]

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ *Cultural Survey of Bangladesh Series-5, Indigenous Communities* (edited by Mesbah kamal, Zahidul Islam and Sugata Chakma) এর প্রকাশনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে একটি Region বা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকাশনার

---

২ Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, Second Revised Edition 1991, P 114.

প্রথম অধ্যায়টির যে নামকরণ করা হয়েছে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে একটি Region বা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ PART ONE: CHITTAGONG HILL TRACTS REGION।[৩]

এই প্রকাশনার ভূমিকাতে এই এলাকাটি যে ব্রিটিশ শাসন পর্বের অনেক আগে থেকেই একটি Region বা অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল তা Sugata Chakma তার লেখায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মতে:

> *"It should be mentioned that it was the Britishers who at first in 1860 christened the region 'Chittagong Hill Tracts District' with the existing*
>
> *geographical area. Before that the region was commonly known to the Arakanese as 'Sakthong' in the beginning of the 18th century. At the time the capital of Chandan Khan, the King of Chittagong Hill Tracts region, was at 'Tain' area (present Alikadam/Alekhyangdong)"*[৪]

তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে গবেষণার শিরোনামে *চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ বা An Exploratory Study and Documentation on Prehistory of Chittagong and Chittagong Hill Tracts Region* এ গবেষণা এলাকাটিকে যে একটি Region বা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক। একই সাথে বলা যায় গবেষণার শিরোনামটি যথার্থ ও সঠিক।

গবেষণার উদ্দেশ্য

---

৩ Sugata Chakma, *'Chittagong Hill Tracts Region'* published in Mesbah Kamal, Zahidul Islam and Sugata Chakma (Ed.), *Indigenous Communities, Cultural Survey of Bangladesh Series-5*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, First published- 2007, pp 3-202.

৪ Sugata Chakma, Ibid, p 3.

গবেষণা এলাকার প্রাক-ইতিহাস সম্পর্কে বা প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বে ওই এলাকায় কোন মানব বসতি বা সেই সময়ের ব্যবহৃত মানুষের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা সেটি খুঁজে বের করা বা সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়াই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এজন্য গবেষণাধীন অঞ্চলে মাঠকর্মভিত্তিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থ ও জার্নালের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে Hasmukh Dhirajlal Sankalia রচিত *Stone Age Tools: Their Techniques, Names and Probable Functions* বইটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত।[৫] অধ্যায়গুলো হলো ভূমিকা (Introduction), পাথরের যুগসমূহ (Stone Ages), প্রাকৃতিক পরিবর্তনের চিহ্নগুলো দ্বারা আপেক্ষিক তারিখ নির্ণয় (Relative Dating by Natural Phenomena), কৌশলসমূহ (Techniques), পাথরের যুগের হাতিয়ারসমূহ: তাদের নামসমূহ ও সম্ভাব্য কাজের ধরন (Stone Age Toolst Their Names and Probable Functions), হাতিয়ার ও হাতিয়ার তৈরির কাঁচামাল (Tools and Raw materials)।

অধ্যায় এক: ভূমিকাতে প্রস্তর যুগের সাথে ভূতত্ত্বের গুরুত্ব করা হয়েছে। এর মধ্যে ভূতাত্ত্বিকভাবে সর্বশেষ যুগ কোয়ার্টারনারি সময়পর্বের দুটি উপ-বিভাগ প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন পর্ব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টির সাথে গবেষণাধীন অঞ্চল চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সময়কালে মানব বসতির সাথে ভূতত্ত্বের সম্পর্ক ও এর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে সহায়তা করেছে।[৬]

---

[৫] Hasmukh Dhirajlal Sankalia, *Stone Age Tools: Their Techniques, Names and Probable Functions*, Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona, 1964.

[৬] Ibid, p 1.

অধ্যায় দুই: প্রাকৃতিক পরিবর্তনের চিহ্নগুলো দ্বারা আপেক্ষিক তারিখ নির্ণয়-এ নব্য প্রস্তর যুগের আগে প্রাগৈতিহাসিক সময়কার যুগ বিভাজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্নবস্তু বলতে মানুষের দ্বারা তৈরিকৃত বা ব্যবহৃত যে কোন বস্তুকে বোঝায় সেকথাও এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নব্যপ্রস্তর যুগের পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বটি সম্পর্কে ধারণা পেতে এই অধ্যায়টি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।[৭]

অধ্যায় তিন: প্রাকৃতিক পরিবর্তনের চিহ্নগুলো দ্বারা আপেক্ষিক তারিখ নির্ণয়-এ স্তরবিন্যাস এর মাধ্যমে কিভাবে আপেক্ষিক তারিখ নির্ণয় করা যায় সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে তা পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।[৮] গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলো প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন কারনে কিভাবে ভূ-উপরিভাগে এসেছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অধ্যায় পাঁচ: পাথরের যুগের হাতিয়ারসমূহ; তাদের নামসমূহ ও সম্ভাব্য কাজের ধরন-এ নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো যে পিষে ও ঘর্ষণ এর মাধ্যমে এর

উপরিভাগ যে আরো অধিক মসৃণ ও কার্যকর করা হতো সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।[৯] গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের ধরন বিশ্লেষণে এই অধ্যায়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ছয়: হাতিয়ার ও হাতিয়ার তৈরির কাঁচামাল-এ হাতিয়ার তৈরির কাঁচামালের সাথে হাতিয়ারের কি সম্পর্ক সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নব্য প্রস্তর যুগে হাতিয়ারের কাঁচামাল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পাথর ও শিলা ব্যবহার করা হতো।[১০] এই অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গবেষণাধীন এলাকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

---

৭ Ibid, pp 2, 3.
৮ Ibid, p 5, 6.
৯ Ibid, p 79.
১০ Ibid, pp 104-105.

অঞ্চলে যেসব নব্য প্রস্তর হাতিয়ার পাওয়া যায় সেগুলোর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাথর ও জীবাশ্ম কাঠ উভয়ই, যেটি গবেষণা অঞ্চলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

Ahmad Hasan Dani রচিত *Prehistory and Proto History of Eastern India with a detail account of the Neolithic cultures in mainland South East Asia* গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত[১১]। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বর্ণনা (Geographical and Geological Introduction), চতুর্থ অধ্যায়ে আসামের নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (Neolithic Cultures of Assam), পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (Neolithic Cultures of Bengal, Bihar and Orissa) এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইন্দো-চীন, সিয়াম, মালয় ও বার্মার নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (Neolithic Cultures of Indo-China, Siam, Malaya and Burma) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আসামের নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি-এ আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে আসাম জোনের বিভিন্ন নব্য যুগের সাংস্কৃতিকি জোন, যেমন- কাছর হিলস, সাদিয়া ফ্রন্টিয়ার জোন, নাগা হিলস জোন, খাসি হিলস জোন, গারো হিলস জোন ব্রহ্মপুত্র জোন ও এখানকার বিভিন্ন হাতিয়ারের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১২] এধরনের বিবরণ গবেষণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারের উৎস ও ধরন সম্পর্কে ধারণা পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইন্দো-চীন, সিয়াম, মালয় ও বার্মার নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি-এ কয়েকটি জোন ভিত্তিক উপ-বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো সেকশন-১ ইন্দো-চীন, সেকশন-২ সিয়াম, সেকশন-৩ মালয় ও সেকশন-৪ বার্মা।[১৩] সেকশন-৪ বার্মা অংশে হাতিয়ারের ধরন বিশ্লেষণ করে কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো, চিপ্‌ড বা ভাঙা হাতিয়ার, এড্‌জ গ্রাউন্ড বা গোল মাথাওয়ালা হাতিয়ার ও ফুললি গ্রাউন্ড বা

---

[১১] Ahmad Hasan Dani, *Prehistory and Protohistory of Eastern India with a detail account of the neolithic cultures in mainland South East Asia*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1st edition 1960.

[১২] Ibid, pp 41-55.

[১৩] Ibid, pp169, 167, 212.

সম্পূর্ণ গোলমাথাওয়ালা হাতিয়ার।[১৪] এধরনের টাইপোলজিক্যাল স্ট্যাডি বা হাতিয়ারের ধরন বিশ্লেষণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের ধরন বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে।

L. A. Narain রচিত আর্টিকেল *The Neolithic Culture of Eastern India* যেটি D. P. Agrawal & Dilip K. Chakrabarti কর্তৃক সম্পাদিত Essays in Indian Prehistory-এ প্রকাশিত হয়েছে।[১৫] এই আর্টিকেলটি গবেষণা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ার গুলোর সাথে পূর্ব ভারতের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একই সাথে আর্টিকেলটিতে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থানের সাথে ভারতের অন্যান্য স্থানের নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থল ও চীনের বিভিন্ন স্থানের নব্য প্রস্তর যুগের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও আর্টিকেলটিতে পূর্ব ভারতে নব্য যুগের হাতিয়ারের বিভিন্ন আঞ্চলিক উপ-বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] যা গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Dilip K. Chakrabarti রচিত *Ancient Bangladesh: A Study of the Archaeological Sources* বইটি Oxford University Press Limited, Dhaka থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৭] এই বইটিতে লেখক বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, বাংলাদেশের প্রাক-ইতিহাস চর্চার ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক এই বইতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ১৮৮৬ সালে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের বিবরণ দিয়েছেন এবং একই সাথে রাঙামাটি থেকে ১৯৫৮ সালে প্রাপ্ত হাতিয়ারটিরও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

[১৪] Ibid, pp 212-213.

[১৫] L. A. Narain, *The Neolithic Culture of Eastern India,* Essays in Indian Prehistory, Edited by: D. P. Agrawal & Dilip K. Chakrabarti, B.R. Publishing Corporation, Delhi, First Published: 1979.

[১৬] Ibid, pp 301-309.

[১৭] Dilip K Chakrabarti, *Ancient Bangladesh: A Study of the Archaeological Sources,* Oxford University Press Limited, Dhaka, 1992.

Suniti Bhushan Qanungo রচিত *A History of Chittagong Vol – 1, (From Ancient Times down to 1761)* গ্রন্থটি মোট পাঁচটি অংশ ও সতেরোটি অধ্যয়ে বিভক্ত।[১৮] প্রথম অংশটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো হলো, অধ্যায় এক: ভূমি ও জন জীবন (The Land and The People), অধ্যায় দুই: চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস (An Early History of Chittagong) ও প্রাচীন চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি (Society and Culture in Ancient Chittagong)। এই অধ্যায়গুলো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলোর ধরন বিশ্লেষণ, তাদের জীবনযাত্র ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করবে।

অধ্যায় এক: ভূমি ও জনজীবন-এ লেখক চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের উপর ভূগোলের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে পশুপালন, পাহাড়ে চাষাবাদ ও খাদ্যের অন্যান্য উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকের ভাষায়:[১৯]

> *"the character of the people of the district has been greatly influenced by its natural environment… The life of the hilly regions is somewhat harder. Everything for example, communication by mountain tract, trilling of soil, growing of corn, domestication of animals, procuring of food is more laborious than in the plains"*

অধ্যায় দুই: চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস-এ লেখক চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধানের অভাব এবং কোনো ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন না হওয়া জনিত সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে আরো উল্লেখ

[১৮] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong: Vol – 1 (From Ancient Times down to 1761)*, Billah Printers, Chittagong, 1988.
[১৯] Ibid, p 25-26.

করা হয়েছে, চট্টগ্রামে যে সময়ে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সে সময়ে চট্টগ্রাম, আরাকান, সিলেট, ত্রিপুরা, মিজোরাম, কাছর, মনিপুর ও মেঘালয় এসব এলাকা একটি প্রাগৈতিহাসিক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২০]

পূর্ববর্তী গবেষণা

প্রথম ইতিহাসবিদ হিসেবে আরডি ব্যানার্জি রচিত *বাংলার ইতিহাস* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (বাংলা ১৩২১ সালে) বাংলাদেশের প্রাক-ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে কগিন জে ব্রাউন দ্বারা ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি কাঁধযুক্ত কুঠার সদৃশ হাতিয়ার আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত কগিন জে ব্রাউন কর্তৃক রচিত *Prehistoric Antiquities of India Preserved in the Indian Museum, Calcutta* গ্রন্থে সীতাকুণ্ড থেকে মসৃণ জীবাশ্ম কাঠের হাতিয়ার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিম্নরূপ:[২১]

> *“A piece of fossil wood, pointed, elongated, one side flat, truncated butt, beautifully polished Sitakunda range Chittagong. He also published a photograph of the specimen. It may be the same tool mentioned earlier by R.D. Banerjee”*

তবে আরডি ব্যানার্জি সীতাকুণ্ড থেকে যে হাতিয়ার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর সীতাকুণ্ড থেকে প্রাপ্ত কগিন জে ব্রাউনের উল্লেখ করা হাতিয়াটি একই।

এই আবিষ্কারের পর *Bangladesh Times*-এ ১৯৭৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এম এইচ রশিদের একটি আর্টিকেলের *'Stone age in Bangladesh, Some Missing Links'* কথা উল্লেখ করে দিলীপ কুমার চক্রবর্তী

[২০] Suniti Bhushan Qanungo, op. cit., pp 31-41.
[২১] Dilip K Chakrabarti, op. cit., p 4.

তার *Ancient Bangladesh : A Study of the Archaeological Sources* গ্রন্থে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে

জীবাশ্ম কাঠ, চার্ট ও লাইম স্টোনের তৈরি ৫টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারগুলোর বিবরণ এরকম:[২২]

> *"We had very vague and sketchy information regarding the stray finds to five specimens of facetted tools made of fossil wood, Chart and limestone from Sitakunda in the Chittagong district. Only one of the specimens now in the Indian Museum Calcutta has been mentioned by A.H. Dani … and almost nothing is known about the rest now lying in the British Museum."*

এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি এম এইচ রশিদ রাঙামাটি থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেটি আবিষ্কার করেছিলেন ডাইসন নামে একজন আমেরিকান নাগরিক। তিনি এই হাতিয়ারটি তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কাছে জমা দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে এম এইচ রশিদ উল্লেখ করা হয়েছে:[২৩]

> *"A stone implement was quite accidentally discovered by one Mr. Dyson a U.S. citizen who handed it over to the department of Archaeology in 1958 together with a collection of ethnological materials "*

রাঙামাটি থেকে প্রাপ্ত এই হাতিয়ারটি উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য বহন করছে বলে দিলীপ কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করা হয়েছে। তার মতে:[২৪]

---

[২২] Ibid; pp 31, 32.

[২৩] Ibid; p 33 & Md. Mozammel Hoque, Prehistoric and Protohistoric Settlement Pattern of Bengal Delta, Ankur Prakashani, Dhaka, 1st edition 2002, pp 4, 5.

[২৪] Dilip K Chakrabarti, op. cit., p 33.

> *"But since the stone implement is not described as being ground or polished, the most distinctive Characteristics of a neolith, it is most likely to be Upper Paleolithic is not still earlier in date"*

তবে হাতিয়ারটি নব্য প্রস্তর যুগের নাকি প্রত্ন প্রস্তর যুগের সে নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন এম এম হক। তার মতে:[২৫]

> *"We know nothing about the implement weather it belongs to Paleolithic or Neolithic periods"*

রাঙামাটি থেকে প্রাপ্ত এই প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারটি প্রথমে চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরে প্রদর্শিত হলেও পরে সেখান থেকে হাতিয়ারটি হারিয়ে যায় বলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ প্রকাশিত সাহিত্যিক তথ্য সংগ্রহ, মাঠকর্মভিত্তিক গবেষণা ও অনুসন্ধান, হাতিয়ার তৈরির কাঁচামাল ও এর উৎস সম্পর্কে ধারনা পাওয়া, মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্য থেকে হাতিয়ারগুলোকে আলাদা করা এবং সেগুলোর শ্রেণি বিন্যাস ও ধরন বিশ্লেষণ করা, প্রাপ্ত নিদর্শনাবলীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গবেষণা এলাকা

[২৫] Md. Mozammel Hoque, op. cit., p 5.

বর্তমান গবেষণার জন্য এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে এসব এলাকায় জরিপ চালিয়ে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাই গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে মূলত এই তিনটি জেলাকে কেন্দ্র করে।

এর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ৫ হাজার ২৮২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার যার উত্তরে রয়েছে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্ব দিকে রয়েছে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগর।[২৬]

রাঙামাটি জেলার আয়তন হল ৬ হাজার ১১৬.১৩ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তর দিকে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে বান্দরবান জেলা, পূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার এবং পশ্চিমে রয়েছে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলা।[২৭]

খাগড়াছড়ি জেলার আয়তন হলো ২ হাজার ৬৯৯.৫৫ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব দিকে রাঙামাটি জেলা এবং পশ্চিম দিকে চট্টগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত।[২৮]

---

[২৬] জসীম উদ্দীন হারুন '*চট্টগ্রাম জেলা*' সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাপিডিয়া, অনলাইন ভার্সন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, আপডেট ৮ অক্টোবর ২০১৪।

[২৭] আতিকুর রহমান '*রাঙামাটি জেলা*' সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত প্রাগুক্ত, আপডেট ৮ মার্চ ২০১৫।

[২৮] বরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা '*খাগড়াছড়ি জেলা*' সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, আপডেট ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

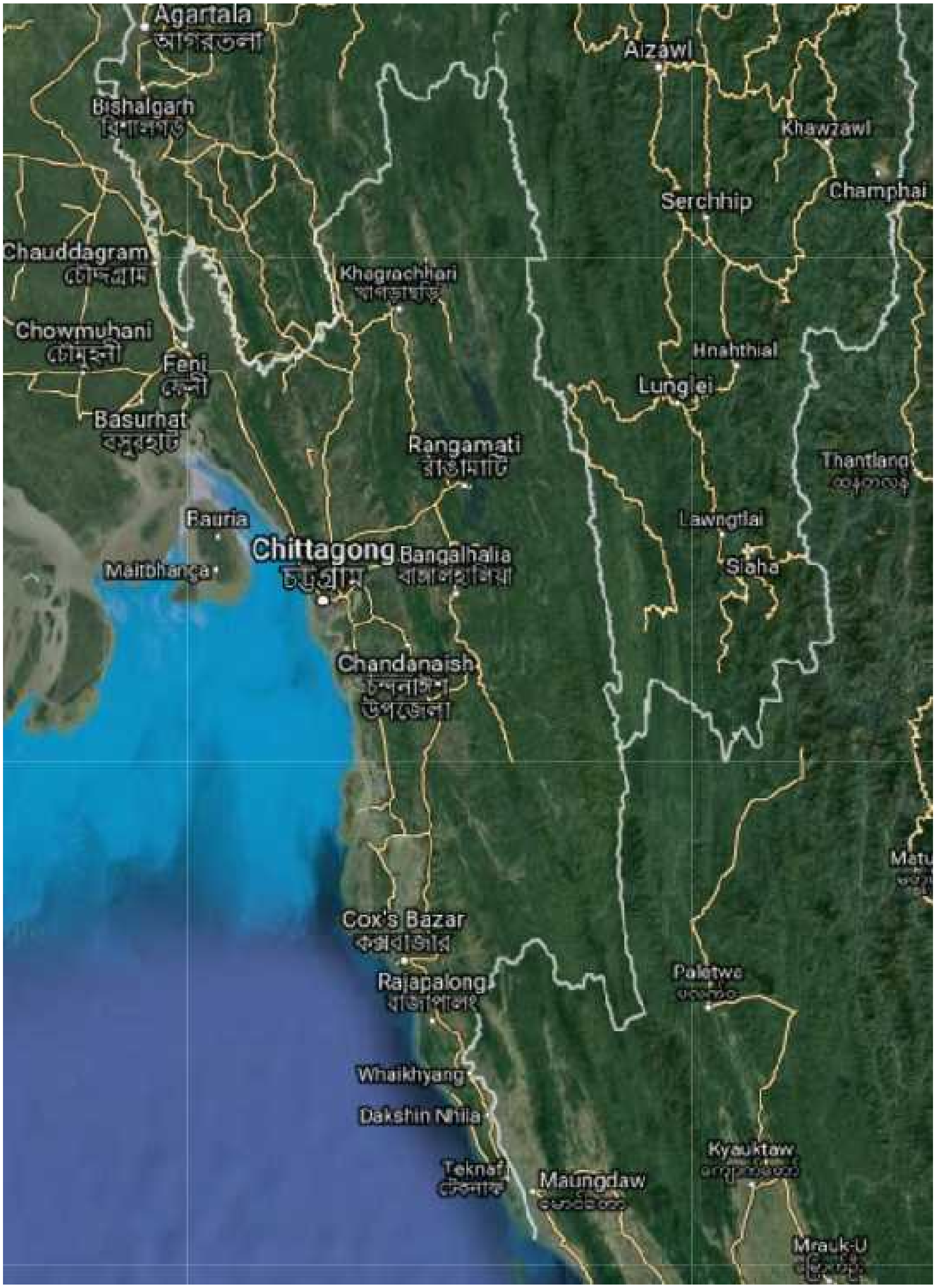
Agartala
আগরতলা
Aizawl
Bishalgarh
Khawzawl
Serchhip
Champhai
Chauddagram
চৌদ্দগ্রাম
Khagrachhari
খাগড়াছড়ি
Chowmuhani
চৌমুহনী
Feni
ফেনী
Hnahthial
Lunglei
Basurhat
বসুরহাট
Rangamati
রাঙামাটি
Thantlang
Lawngtlai
Chittagong
চট্টগ্রাম
Bangalhalia
Siaha
Maitbhanga
Chandanaish
চন্দনাইশ
উপজেলা
Cox's Bazar
কক্সবাজার
Paletwa
Rajapalong
রাজাপালং
Whaikhyang
Dakshin Nhila
Kyauktaw
Teknaf
টেকনাফ
Maungdaw
Mrauk-U

মানচিত্র-১: চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম[২৯]

বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

বর্তমান গবেষণার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) অঞ্চলে মাঠকর্মভিত্তিক এই গবেষণায় যেসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার সবগুলোই ভূপৃষ্ঠীয় সংগ্রহ। এখানে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনা করা হয়নি। ফলে স্তরভিত্তিক প্রত্ন নিদর্শন সংগ্রহ করা যায়নি, যা প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোর স্পষ্ট বয়স নির্ধারণে কিছুটা সমস্যা তৈরি করেছে। মূলত এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন অভিযান করতে হলে আরো বিস্তৃত পরিসরে এবং ব্যাপক গবেষণাভিত্তিক একটি অভিজ্ঞ টিমের দীর্ঘমেয়াদে কাজ করা প্রয়োজন। কারো একার পক্ষে এখানে উৎখনন পরিচালনা করা প্রায় দুরূহ ব্যপার। তবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার এখানে পাওয়া গেছে সেগুলোর সূত্র ধরে এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিক উখনন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই গবেষণা কর্মটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাক-ইতিহাস পুনর্নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

[২৯] Google Earth Map, www.google.com.bd/maps/place/Chittagong+Division.

ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বিন্যাস

প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা ও পরিবেশগত অন্যান্য অবস্থা কেমন ছিল? তা কি সে সময়ে বিচরণকারী মানুষের জন্য উপযোগী ছিল? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পেতে ওই অঞ্চলে বর্তমানে বিরাজমান ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থা পর্যালোচনা করলে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। মূলত গবেষণার আওতাধীন এই এলাকাটা পাহাড়, উর্বর উপত্যকা, নদী, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক হ্রদ, সমুদ্র, বন ও জঙ্গল দ্বারা পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে বর্তমানে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে এখানে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া এসব বনে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রাকৃতিক উৎস ও বন্য পশুর সম্ভার। পাশাপাশি জলাধারগুলোতে রয়েছে প্রচুর মাছ ও জলজ প্রাণীর বিশাল সম্ভার। এছাড়াও এই অঞ্চলে পাওয়া যায় প্রচুর পাথর ও জীবাশ্ম কাঠ, যা প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার তৈরির অন্যতম প্রধান উৎস। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো এর ভাষায়:[৩০]

> *"The character of the people of the district has been greatly influenced by its natural environment. From the geographical point of view the district of Chittagong contains extensive plains while the adjoining district of Chittagong Hill Tracts contains very few level tracts of land. The life of the hilly regions is somewhat harder. Mountain track trilling soil, growing of corn, domestication of animals, procuring of food is more laborious than the plains. The agriculture in the mountains slopes and foothills is such a strenuous effort that the cultivators struggle throughout their lives to keep the surface of the cultivated fields even and to hold the rainwater or irrigated water by end banking patches of land"*

[৩০] Dr. Suniti Bhushan Qanungo, op. cit., p 25-26.

ফলে এ ধরনের একটি পরিবেশ প্রাগৈতিহাসিক মানব বসতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

এই অঞ্চলের ভূমিরূপের ভালো বিবরণ পাওয়া যায় হারুন অর রশিদের *Geography of Bangladesh*-গ্রন্থে। এর মধ্যে কর্ণফুলী নদীর উত্তর দিকে সমুদ্রের তীর ঘেষা সমতল ভূমি ফেনী নদী থেকে মাতামুহূরী ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর উত্তর-পশ্চিম অংশে পতেঙ্গা উপদ্বীপ তৈরি করেছে। আর এখানকার কেন্দ্রীয় উপত্যকাটি সীতাকুণ্ড উপকূলবর্তী এলাকা থেকে জালদি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩১] এই এলাকার পশ্চিমে সমুদ্রে রয়েছে মহেশখালী দ্বীপ যেটির আয়তন প্রায় **১৬১** বর্গকিলোমিটার।[৩২] পশ্চিম দিকের পাহাড়ি অঞ্চলে সীতাকুণ্ড ও মারা তং পাহাড়ি রেঞ্জ বিস্তৃত।

ছবি-**১**: সীতাকুণ্ডের পাহাড়ি এলাকা, চট্টগ্রাম

[৩১] Haroun Er Rashid, op. cit., p 36.
[৩২] Ibid, p 37.

এছাড়া কর্ণফুলী নদী ও দক্ষিণাংশের অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে আরো ৫টি পাহাড়ি স্বতন্ত্র রেঞ্জ রয়েছে।[৩৩]

বর্তমানে এখানে অবস্থিত কৃত্রিম কাপ্তাই হ্রদটি বাঁধ দেয়ার ফলে তৈরি হয়েছিল। ফলে পুরো মধ্য কাপ্তাই উপত্যাকাটি এবং পার্শ্ববর্তী নিচু এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যায়। এখানকার অবস্থিত মাঈনী উপত্যকাটি

দোলাজেরি ও ভুয়াছরিমাঈন রেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। আর রাইনখিয়ং উপত্যকাটি মধ্য কর্ণফুলী উপত্যকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।[৩৪]

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল একটি ইন্দো-বার্মা পাহাড়ি রেঞ্জের অংশ যা গঠিত হয়েছিল মধ্য টারশিয়ারি যুগ থেকে পরবর্তী টারশিয়ারি সময়কালের মধ্যে।[৩৫]

জলবায়ু ও পরিবেশ

এই অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে মৌসুমি জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। উপকূলবর্তী এলাকা ব্যতীত চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলা ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুর অন্তর্গত। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ৩৮° সেলসিয়াস। চট্টগ্রাম উপকূলে ৩২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ২৬০০ মিলিমিটার।[৩৬]

[৩৩] Ibid; p 38.
[৩৪] Ibid; p 39.
[৩৫] Hugh Brammer, *The Physical Geography of Bangladesh*, The University Pres Limited, Dhaka, First published in 2012, p 13.
[৩৬] মাসুদ হাসান চৌধুরী, *'জলবায়ু অঞ্চল'* সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, আপডেট ৫ মে ২০১৪।

ছবি-২: কাপ্তাই লেকের উপর মেঘলা আকাশ, রাঙামাটি

নদী ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা

এখানকার নদ-নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্ণফুলী নদী এবং এর উপনদী রেইনখিয়ং, কাসারং, হালদা। এছাড়া রয়েছে নাফ ও ফেনী নদী। কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও সন্দ্বীপ চ্যানেল হলো এখানকার সামুদ্রিক চ্যানেল। কর্ণফুলী নদীটি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতর দিয়ে পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপোসাগরে পতিত হয়েছে।[৩৭]

[৩৭] FH Khan, op. cit. p 17 & Haroun Er Rashid, op. cit., pp 65-66.

ছবি-৩: পতেঙ্গার কাছে কর্ণফুলী নদী, চট্টগ্রাম

এদিকে সাঙ্গু নদীটি চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। দুলু, হাঙ্গর ও টাংকোংয়াটি এই সাঙ্গু নদীর প্রধান উপনদী।[৩৮] এছাড়া অন্যান্য নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে রেইনখিয়াং, কাসালং, থেগা, ইছামতি, মাঈনী ও চিংড়িসহ বেশকিছু নদী। এই নদী, উপনদীগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকার অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের বৃহত্তম লেক কাপ্তাই হ্রদটি রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার মধ্যে পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাঙামাটি সদর উপজেলা, কাপ্তাই, নানিয়ার চর, লংগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাইছড়ি ও বিলাইছড়ি।হ্রদটির মূল আয়তন ১,৭২২ বর্গ কিমি। [৩৯]

[৩৮] Haroun Er Rashid, 1991, p 66.
[৩৯] সিফাতুল কাদের চৌধুরী ও নূরউদ্দিন মাহমুদ, *'কাপ্তাই লেক'* সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, আপডেট ১০ আগস্ট ২০১৪।

ছবি- ৪: কাপ্তাই লেক, রাঙামাটি

এছাড়া এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ছড়া, যেগুলোর অনেকগুলোই আবার শুষ্ক মৌসুমেও প্রবাহিত হয়।

ছবি-৫: ছড়া, সীতাকুণ্ড এলাকা, চট্টগ্রাম

ছবি-৬: ছড়ার মধ্যে পানি সংরক্ষণ, ঘাগড়া, রাঙামাটি

পাশাপাশি রাঙামাটির শুভলং, সীতাকুণ্ডের ইকোপার্ক ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন অংশে অনেক ছোট বড় পাহাড়ি ঝর্ণা রয়েছে। এসব নদী, ছড়া ও ঝর্ণা হলো এখানকার পানির প্রধান উৎস।

ছবি-৭, ৮: প্রাকৃতিক ঝর্ণা, সীতকুণ্ড, চট্টগ্রাম

এসব প্রাকৃতিক ঝর্ণা ও পানির প্রবাহ প্রাগৈতিহাসিক মানব বসতি গড়ে ওঠার জন্য খুবই উপযুক্ত ছিলো।

মাটি

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধূসর সোপান ও উপত্যকা মাটি, গভীর লাল-বাদামি মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় মাটি বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি মাটির সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ।[৪০] এছাড়া সাধারণত হলুদ হতে গাঢ় বাদামি বর্ণের, ঝুরঝুরে, ছিদ্রময়, বেলে দোআঁশ থেকে বেলেময় অথবা পলি কর্দম দোআঁশ মাটিও এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।[৪১]

[৪০] রামেশ্বর মন্ডল, '*মাটি*', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, আপডেট ৩ মার্চ ২০১৫।
[৪১] আবু মোহাম্মদ ইবরাহিম, '*বাংলাদেশের মৃত্তিকা*', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, আপডেট ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

ছবি-৯: পটিয়া এলাকার মাটি ও ভূমিরূপ, চট্টগ্রাম ছবি-১০: লংগদু এলাকার মাটি ও ভূমিরূপ, রাঙামাটি

কোথাও কোথাও টারশিয়ারি যুগের ভূমিরূপ উন্মুক্ত হয়েছে যার অধিকাংশই বালুকাময় ও পাথুরে।[৪২]

ছবি-১১: সীতাকুণ্ড এলাকার পাথুরে পাহাড়ের সেকশন, চট্টগ্রাম

[৪২] Haroun Er Rashid, op. cit., p 103.

বন, উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্ভার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল বিশেষ করে এর পর্বতমালা, ঢাল ও উপত্যকাগুলি ছোট উদ্ভিদের পাশাপাশি বড় বড় বিভিন্ন উদ্ভিদ দ্বারা আচ্ছাদিত। এর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে রয়েছে সীতাকুণ্ড ও পটিয়ার বনাঞ্চল। সীতাকুণ্ডের পশ্চিমে রয়েছে বিস্তৃত রিজার্ভ ফরেস্ট ও পূর্ব দিকে রয়েছে ক্রান্তীয় মিশ্র বনাঞ্চল। রোজউড, রাবারসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ এই বনগুলোতে দেখা যায়।[৪৩] এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন লতা, গুল্ম ও বড় সাভানা ছন ঘাস প্রচুর পরিমানে জন্মায়।[৪৪] এসব ছন ঘাস বাড়ি-ঘর নির্মাণে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে।

ছবি-১২: পাহাড়ের গায়ে জন্মানো ছন ঘাসসহ অন্যান্য পাহাড়ি উদ্ভিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

এই অঞ্চলে মাঠকর্ম করার সময় দেখা যায় এখানে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয় যার মধ্যে রয়েছে ধান, মরিচ, আলু, তুলা, কাওন, গম, কচু, বার্লি, চা, নারকেল, কাঁঠাল, আনারস, বাদাম, তিল, কলা, তরমুজ, আম, লেবু, পান, তিল, লিচু, আম ইত্যাদি।

[৪৩] Haroun Er Rashid, op. cit., p 114.
[৪৪] Ibid, pp 111-112.

এখানকার প্রাণীজ সম্ভারের মধ্যে রয়েছে বন্য কুকুর, বানর, বড় হনুমান, বিভিন্ন ধরনের সাপ ও সরীসৃপ প্রাণি, শিয়াল, হরিণ, শূকর, হাতি প্রভৃতি।[৪৫]

এখানকার নদী, হ্রদ ও সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণি পাওয়া যায়। এর মধ্যে নদী ও হ্রদের মাছের মধ্যে রয়েছে কাতলা, কালিবোস, কই, শিং, মাগুর, পাবদা, বাঈম, চাপিলা, কেচকি, আইড়সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। সাগরের মাছের মধ্যে রয়েছে ইলিশ, ভেটকি, পোমা, নারিকেলা মাছ, ছুরি, লইট্যা, বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি প্রভৃতি।[৪৬] যা এখানে বসবাসকারী মানুষের প্রাণিজ আমিষের বিশাল একটি অংশ জোগান দেয়।

---

[৪৫] Haroun Er Rashid, op. cit.; pp 124-126.

[৪৬] Ibid; p 126 & Hoque, op. cit.; pp 21-24.

প্রত্নস্থানগুলোর অবস্থান

গবেষণার আওতাধীন যেসব জেলা থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলো হলো চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা। অনুসন্ধানের মাধ্যমে ১১টি স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বান্দরবানে অনুসন্ধান চালালেও সেখান থেকে কোনো প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার ও নিদর্শনগুলোর রেকর্ডিং ইংরেজিতে করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্নস্থানের নামগুলোও ইংরেজিতে করা হয়েছে।

এর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় ২টি, রাঙামাটি জেলায় ৮টি এবং খাগড়াছড়ি জেলার ১টি স্থান থেকে মোট ২১টি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নস্থান, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার নামসহ তালিকা নিম্নরূপ:

সারণি - **১ : প্রত্নস্থানগুলোর অবস্থান (Location of the Sites)**

NAME OF THE SITES প্রত্নস্থানের নাম	UNION ইউনিয়ন	UPAZILA উপজেলা	DISTRICT জেলা
1. Sitakunda Eco Park (SK)	Sitakunda	Sitakunda	Chittagong
2. Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)	Basbaria	Sitakunda	Chittagong
3. New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS)	Ward No-9 Rangamati Paurashava	Rangamati Sadar	Rangamati
4. New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW)	Ward No-9 Ranamati Paurashava	Rangamati Sadar	Rangamati
5. New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM)	Ward No-9 Rangamati Paurashava	Rangamati Sadar	Rangamati

6. Ghagra Bazar Road Side (GB)	Ghagra	Kawkhali	Rangamati
7.Midpoint Gulsakhali(MIG)	Gulsakhali	Langadu	Rangamati
8. BDR-camp Back-side Chhara (BDC)	Gulsakhali	Langadu	Rangamati
9. Karallachhari Army-camp Helipad Norther-slope (KAHN)	Adarakchara	Langadu	Rangamati
10. Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)	Adarakchara	Langadu	Rangamati
11. Maisa-chakmar-dokan Chhara's opposite Garden(MCG)	Ward No-9 Manikchhari	Manikchhari	Khagrachhari

প্রত্নস্থান, প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের শ্রেণিবিন্যাস ও ধরন বিশ্লেষণ

গবেষণাধীন অঞ্চলের যেসব স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। পাশাপাশি এসব স্থান থেকে যেসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে স্থানগুলোর বিবরণের পরপরই সেসব নিদর্শনের বিবরণও দেয়া হলো:

Location-1: Sitakunda Eco Park (SK)

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার সীতাকুণ্ড ইউনিয়নের সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক এলাকায় এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি শনাক্ত করা হয়। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৩৬' ০৯.৬" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১° ৪১' ৪১.৬" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

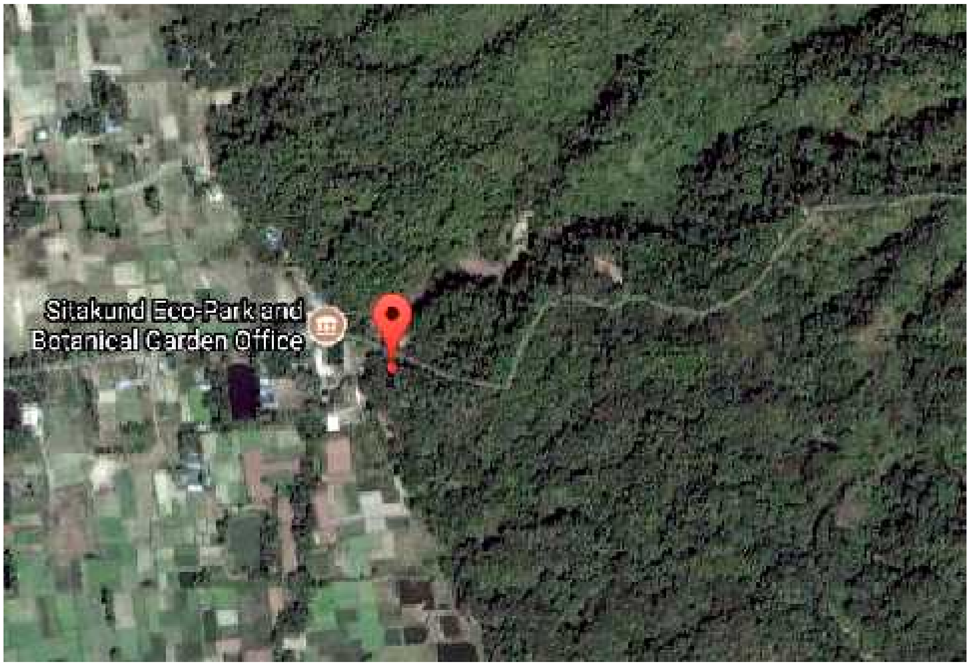

মানচিত্র-২: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Sitakunda Eco Park (SK)

এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি সীতাকুণ্ড বাজার থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পূর্ব দিকে, বাড়বকুণ্ড বাজার থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটির প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে রয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। সীতাকুণ্ড ইকোপার্কের প্রবেশমুখে একটি ছোট ছড়া রয়েছে যেটি শুষ্ক মৌসুমেও প্রবাহমান থাকে। এই ছড়াতে প্রচুর পরিমাণ নুড়ি পাথর, বেলেপাথরসহ বিভিন্ন ধরনের পাথর দেখতে পাওয়া যায়।

ছবি-১৩, ১৪: সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক এলাকা, Sitakunda Eco Park (SK)

এখান থেকেই ৪টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে। যার একটি হাতিয়ার জীবাশ্ম কাঠের তৈরি ও বাকি ৩টি হাতিয়র পাথরের তৈরি।

a) Scraper Core (SK-1)

এই হাতিয়ারটি জীবাশ্ম কাঠের তৈরি। হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের মূল উপাদানের তৈরি একটি চাঁছুনি (Core Scraper) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-১৫: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Scraper Core (SK-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৭.০৮ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.২৭ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.৬৭ সেন্টিমিটার।

Dhaka University Institutional Repository

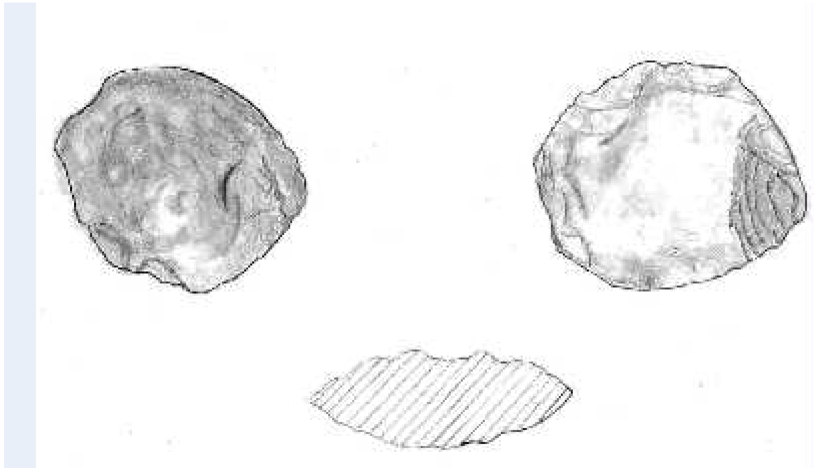

স্কেচ- ১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-1)

b) Broken Axe (SK-2)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি ভাঙা কুঠার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-১৬: হাতিয়ারের এপিঠ, ওপিঠ, Broken Axe (SK-2)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৮.২৬ সেন্টিমিটার, ব্যাস (মধ্য অংশ) ৫.৬৭ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.৯ সেন্টিমিটার।

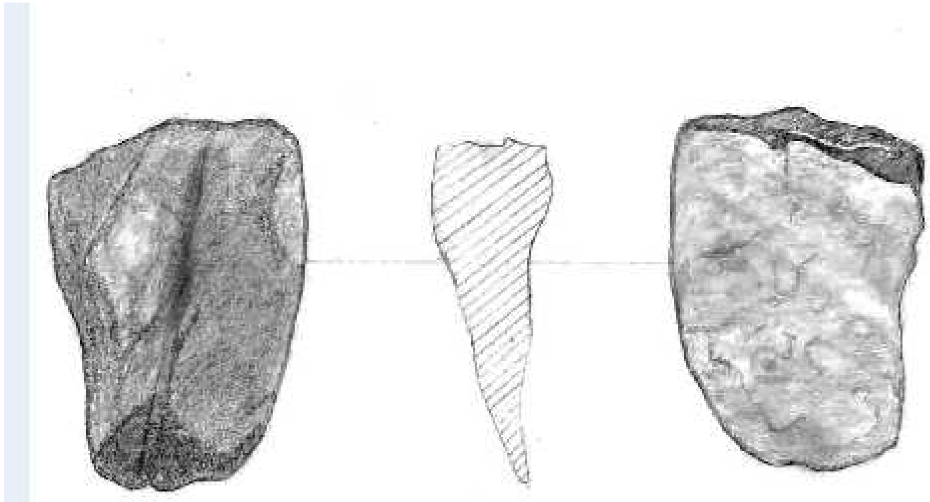

স্কেচ- ২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-2)

c) Small Axe (SK-3)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি ছোট কুঠার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-১৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Small Axe (SK-3)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৯.০২ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৪.৯৭ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.৩৫ সেন্টিমিটার।

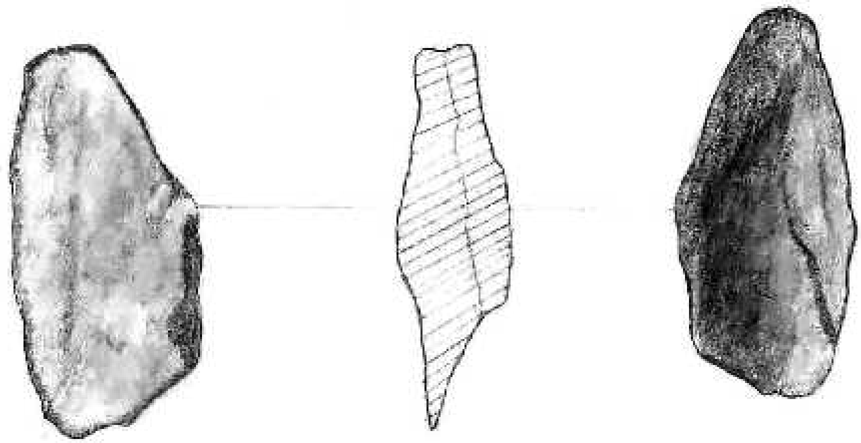

স্কেচ- ৩: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-3)

d) Side Scraper (SK-4)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি পার্শ্ব চাঁছুনি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-১৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Side Scraper (SK-4)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৮.৩৬ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.২৬ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৩৩ সেন্টিমিটার।

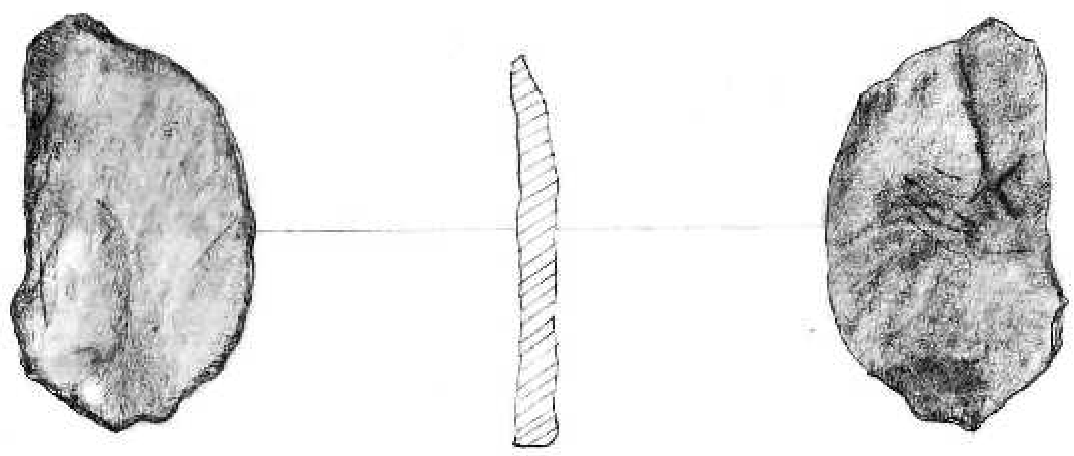

স্কেচ- ৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (SK-4)

Location-2: Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)

এই স্থানটি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়ীয়া রাবার বাগানের পাশে এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি শনাক্ত করা হয়। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৩২' ৫৯.৪" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১° ৪২' ০১.৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

মানচিত্র-৩: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)

প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রাপ্তির এ স্থানটি স্থানীয় বাঁশবাড়ীয়া বাজার থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পূর্বে ও বাড়বকুণ্ড বাজার থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। কিছুটা দূরে পশ্চিম দিকে রয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। স্থানটির পূর্ব দিকে রয়েছে বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকা। পশ্চিম দিকে পাহাড়ের পাদদেশীয় উপত্যকা বঙ্গোপোসাগরে গিয়ে মিশেছে। বাঁশবাড়ীয়া রাবার বাগানের পাশের ছড়ায় বিভিন্ন ধরনের ছোড়, বড় পাথরের সাথে হাতিয়ারগুলো পাওয়া গেছে। প্রত্নস্থানটি প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখো গেছে, যখন এখানে বাগান করা হয়েছে তখন পাহাড় কাটার ফলে বৃষ্টি ও ভূমি ধ্বসের ফলে বিভিন্ন পাথরের সাথে হাতিয়ারগুলো ছড়াতে এসে জমা হয়েছে।

ছবি-১৯, ২০: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)

এই স্থানটি থেকে ৬টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সবগুলো হাতিয়ারই নব্য প্রস্তর যুগের বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এর মধ্যে দু একটি হাতিয়ার উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য বহন করে কিনা ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। হাতিয়ারগুলোর বর্ণনাঃ

a) Celt (BRC-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি কুঠার সদৃশ হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-২১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Celt (BRC-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৮.২০ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.৪৭ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.৭১ সেন্টিমিটার।

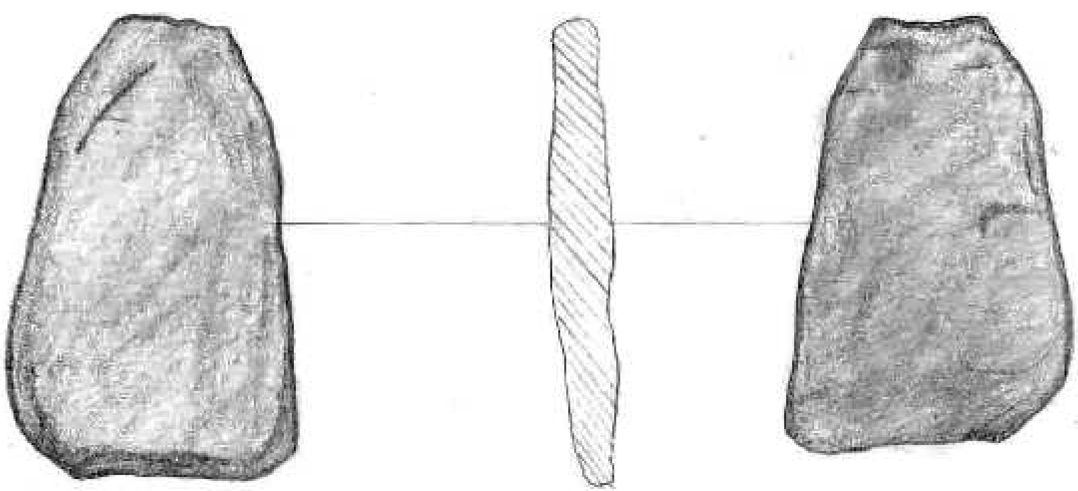

স্কেচ- ৫: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ Celt (BRC-1)

b) Convex Scraper (BRC-2)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি উত্তল চাঁছুনি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-২২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Conex Scraper (BRC-2)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৭.৪৩ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৩.৯১ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৩৮ সেন্টিমিটার।

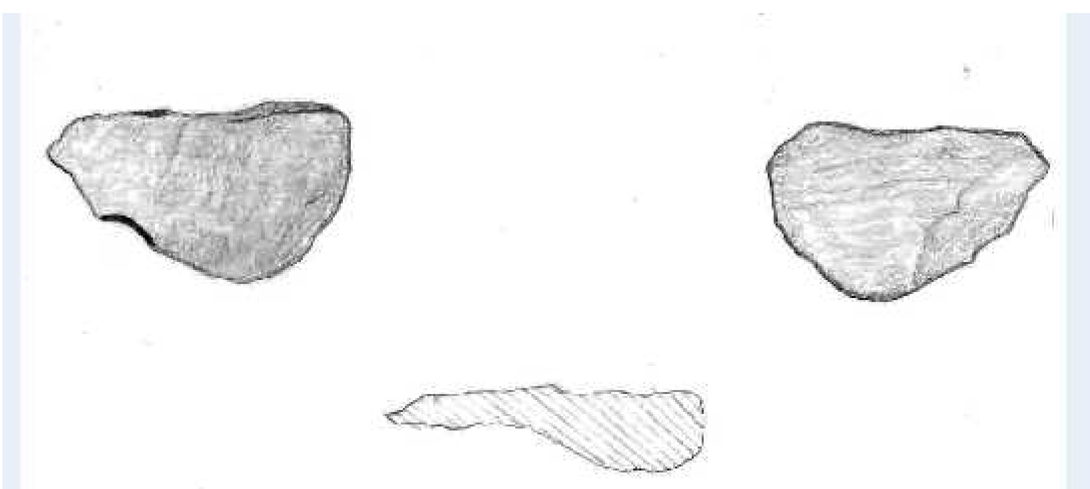

স্কেচ- ৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-2)

c) Convex Scraper (BRC-3)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি উত্তল চাঁছুনি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-২৩: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Convex Scraper (BRC-3)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৭.৮৯ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৩.৮৯ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.০৯ সেন্টিমিটার।

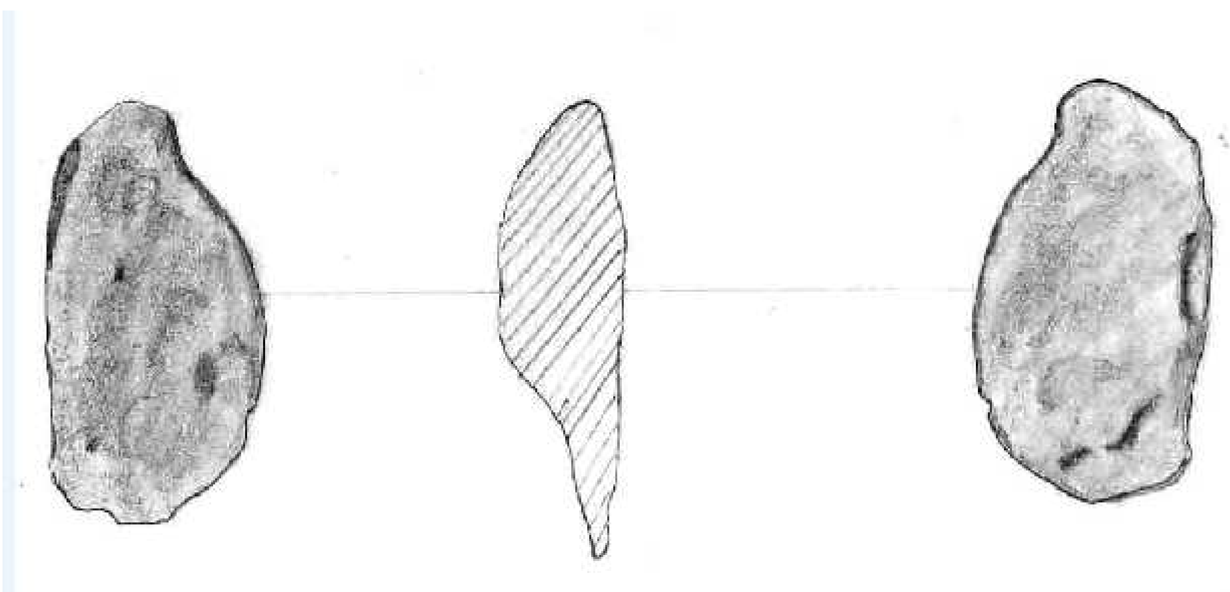

স্কেচ - ৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-3)

d) Axe (BRC-4)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি কুঠার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে এর গঠন দেখে এটি চাঁছুনি হিসেবেও ব্যবহার করা হতো বলে ধারণা করা যেতে পারে।

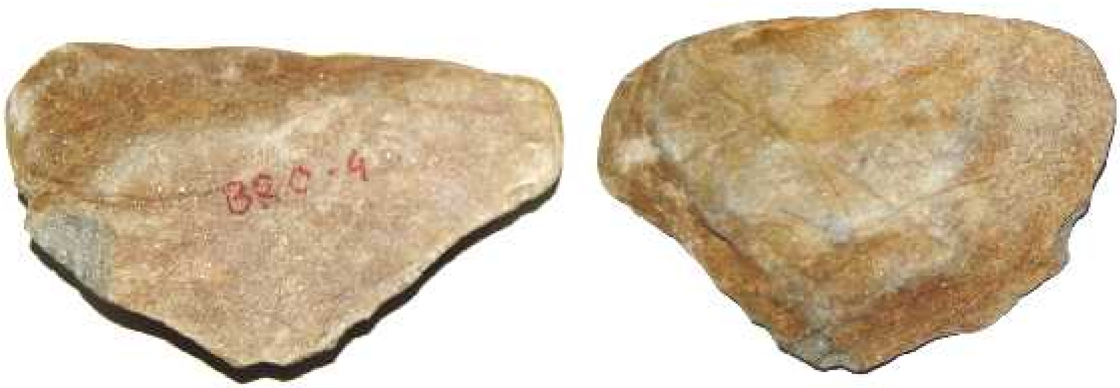

ছবি-২৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Axe (BRC-4)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১০.০৯ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৬.৫১ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.০৯ সেন্টিমিটার।

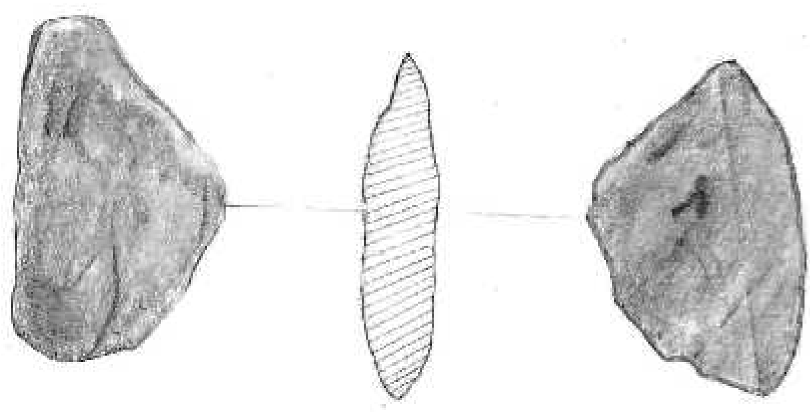

স্কেচ - ৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-4)

e) Axe (BRC-5)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি কুঠার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-২৫: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Axe (BRC-5)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১৩.১৩ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৩.৯৪ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.৭২ সেন্টিমিটার।

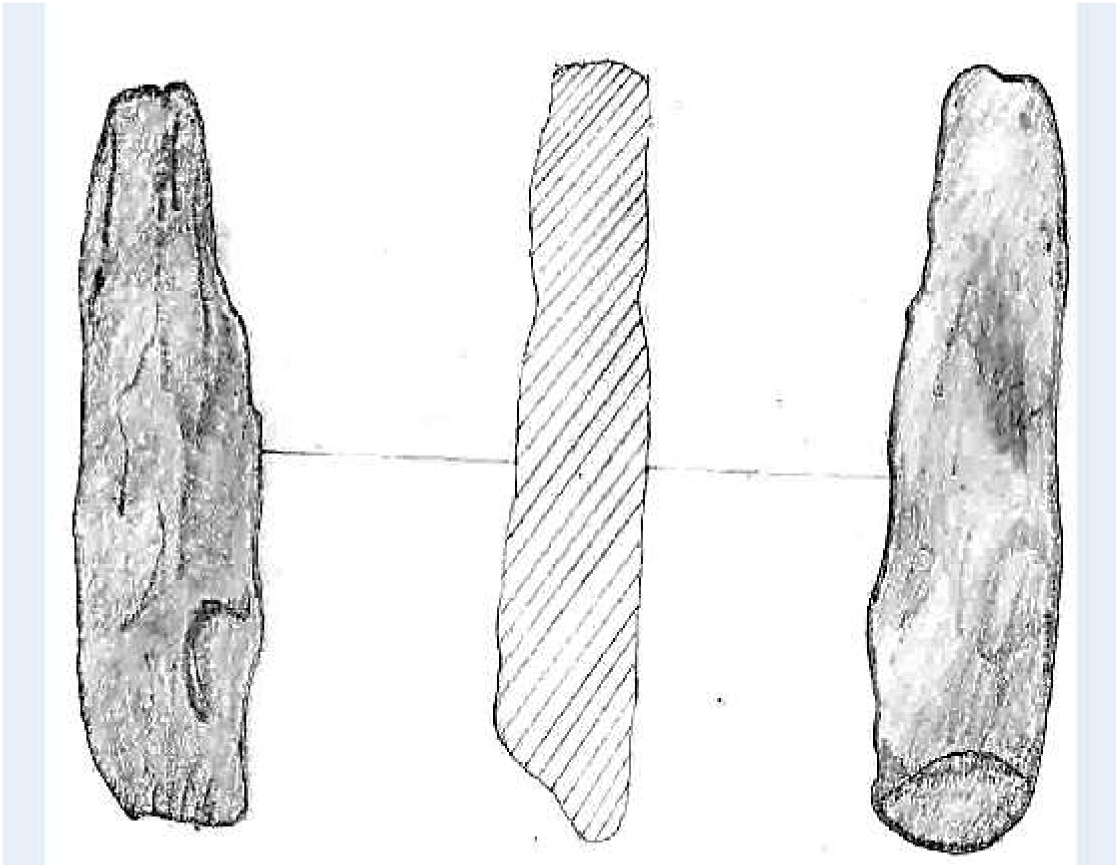

স্কেচ - ৯: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-5)

f) Chisel like Narrow Body (BRC-6)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি ছোট দেহযুক্ত ছেনি একটি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-২৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Chisel like Narrow Body (BRC-6)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৬.৫৬ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৪.৮২ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৪১ সেন্টিমিটার।

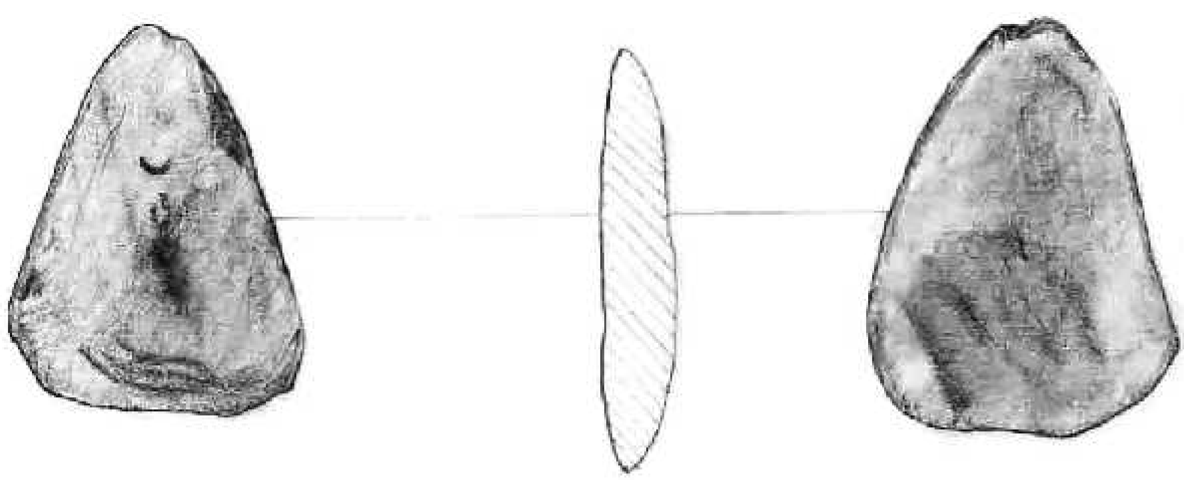

স্কেচ - ১০: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BRC-6)

Location-3: New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS)

এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার রাঙামাটি সদর উপজেলার রাঙামাটি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সার্কিট হাউসের দক্ষিণ দিকের ঢালে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৩৯' ৪৫.০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২° ০৯' ১৬.৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

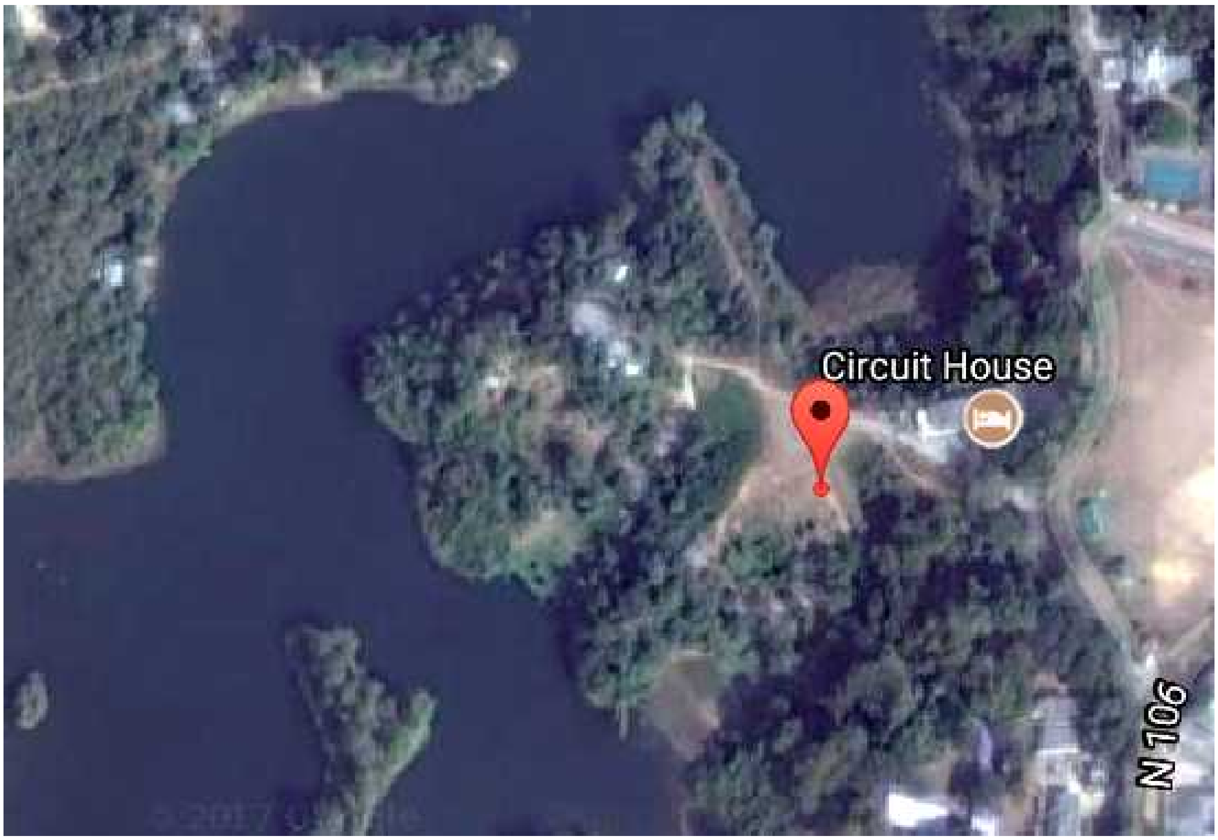

মানচিত্র-৪: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS)

প্রত্নস্থানটি যেখানে অবস্থিত সেটি রাঙামাটি আর্মি ক্যান্টনমেন্টের অধীনস্ত। এই স্থানটি স্থানীয় ভেদভেদী বাজার থেকে প্রায় ০.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটির উত্তর দিকের পাহাড়ে রয়েছে রাঙামাটি জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

ছবি-২৭: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS)

নিউ সার্কিট হাউসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। এখানে একটি হ্যালিক্যাপ্টার অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে, যেটি তৈরির সময়ে পাহাড়ের মাথার একটি অংশ কেটে তৈরি করা হয়েছিল। এই হ্যালিক্যাপ্টার অবতরণ কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকের ঢালে জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি ছোট কুঠার সদৃশ হাতিয়ার কাম পার্শ্ব হাতিয়ার পাওয়া গেছে। প্রত্নস্থানের সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা যায় পাহাড়ের উপরের অংশ যেটি কাটা হয়েছিল তার মধ্যেই সম্ভবত হাতিয়ারটি সংরক্ষিত ছিল। পাহাড় কাটার ফলে হাতিয়ারটি বেরিয়ে এসেছে এবং পরে সেটি পাহাড়ের ঢালে এসে পড়েছে বলে ধারণা করা যায়। হাতিয়ারটির বিবরণ এরকমঃ

a) Small Celt-Cum-Side-Scraper (NCS-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি ছোট কুঠার সদৃশ হাতিয়ার কাম পার্শ্ব হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-২৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Small Celt-Cum-Side-Scraper (NCS-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৬.৩১ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৩.৪৯ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৩৩ সেন্টিমিটার।

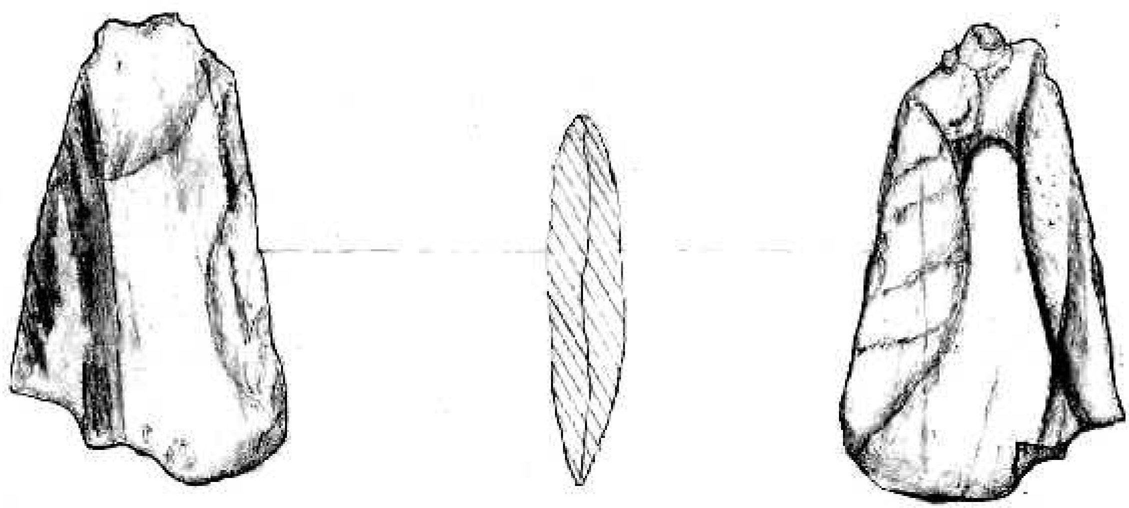

স্কেচ - ১১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (NCS-1)

Location-4: New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW)

এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার রাঙামাটি সদর উপজেলার রাঙামাটি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সার্কিট হাউসের পশ্চিম দিকের ঢালে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৩৯' ৪৫.১" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২°০৯' ১৪.৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

মানচিত্র-৫: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW)

এই প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি আর্মি ক্যান্টনমেন্টের অধীনস্ত। এই স্থানটি স্থানীয় ভেদভেদী বাজার থেকে প্রায় ০.৬ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটির উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়ে রয়েছে রাঙামাটি জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর এবং আদিবাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নিউ সার্কিট হাউসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। এখানকার হ্যালিক্যাপ্টার অবতরণকেন্দ্রের পশ্চিম দিকের ঢালে একটি ঝোপের মধ্যে জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি ছোট ছেদনাস্ত্র পাওয়া গেছে।

ছবি-২৯: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW)

প্রাপ্ত স্থানের সাথে হাতিয়ারটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে পাহাড়ের ঢালে কলাগাছসহ অন্যান্য গাছ লাগানো হয়েছে। ফলে ঢালের মাটি কাটার ফলে মাটির ভেতর থেকে হাতিয়ারটি বেরিয়ে এসেছে, যা পরে ঝোপের মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে বলে প্রত্নস্থানের সাথে হাতিয়ারটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা যায়। হাতিয়ারটির বিবরণ এরকমঃ

a) Small Tiny Chopping (NCW-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি ছোট ছেদনাস্ত্র বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-৩০: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Small Tiny Chopping (NCW-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৬.৬৬ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৪.৭০ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ৩.৬৯ সেন্টিমিটার।

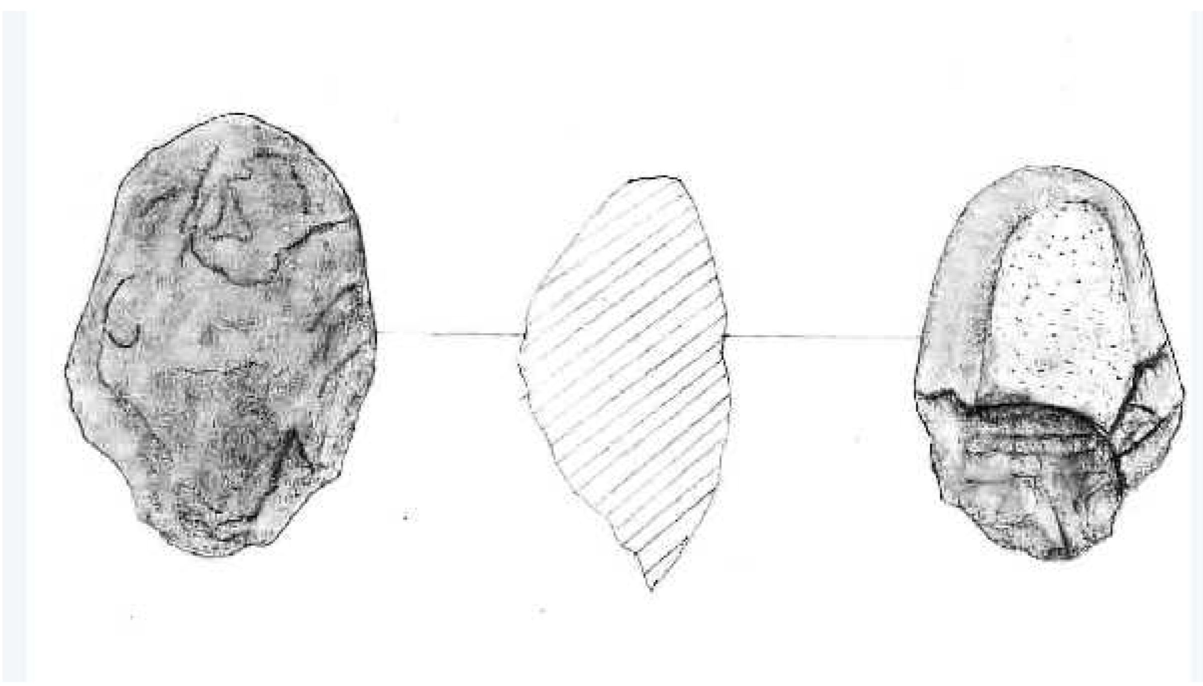

স্কেচ - ১২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, (NCW-1)

Location-5: New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM)

এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার রাঙামাটি সদর উপজেলার রাঙামাটি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সার্কিট হাউসের বর্ধিতাংশ দক্ষিণ-পশ্চিম পাহাড়ের দিকের দক্ষিণ দিকের ঢালে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৩৯' ৪৭.৭" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২° ০৯' ১৩.৬" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

মানচিত্র-৬: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM)

এই প্রত্নস্থানটি নিউ সার্কিট হাউসের অপর দুটি প্রত্নস্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। এই প্রত্নস্থানটিও রাঙামাটি আর্মি ক্যান্টনমেন্টের অধীনস্ত। এই স্থানটি স্থানীয় ভেদভেদী বাজার থেকে প্রায় ০.৮ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটির কিছুটা দূরে উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়ে রয়েছে রাঙামাটি জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর এবং আদিবাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে নিউ সার্কিট হাউসের চাকরিজীবীদের থাকার জন্য বসতি নির্মাণ করা হয়েছে। এখানকার একজন বাসিন্দা হলেন মুহাম্মদ মোমিন আলী। তার বাড়ির দক্ষিণ দিকের খাড়া ঢালে পাথরের তৈরি একটি টিপিক্যাল নিওলিথিক বা নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

ছবি-৩১: প্রত্নস্থানের অবস্থান, New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM)

প্রাপ্ত স্থানের সাথে হাতিয়ারটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে বসতি স্থাপনের সময় পাহাড়ের উপর দিকের বড় একটি অংশ কাটা হয়েছে। ফলে পাহাড়ের কাটা মাটি পাহাড়ের ঢালে ফেলা হয়েছিল। ওই মাটির সাথেই সম্ভবত হাতিয়ারটি ঢালে এসে পড়েছে। পরে সেটি ঢালের মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। হাতিয়ারটির বিবরণ:

a) Celt (NCM-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি কুঠার সদৃশ হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১২.০৩ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.১৪ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৮৪ সেন্টিমিটার।

ছবি-৩২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Celt (NCM-1)

হাতিয়ারটি খুবই মসৃণ। এধরনের হাতিয়ার নব্য প্রস্তর যুগের টিপিক্যাল হাতিয়ারগুলোর মধ্যে একটি। হাতিয়ারটির গায়ে কিছু খোদাই চিহ্নও রয়েছে। যেটি প্রাথমিকভাবে শিকারের দৃশ্য বলে ধারণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের গায়ে খোদাই চিহ্ন সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশা করা যায়।

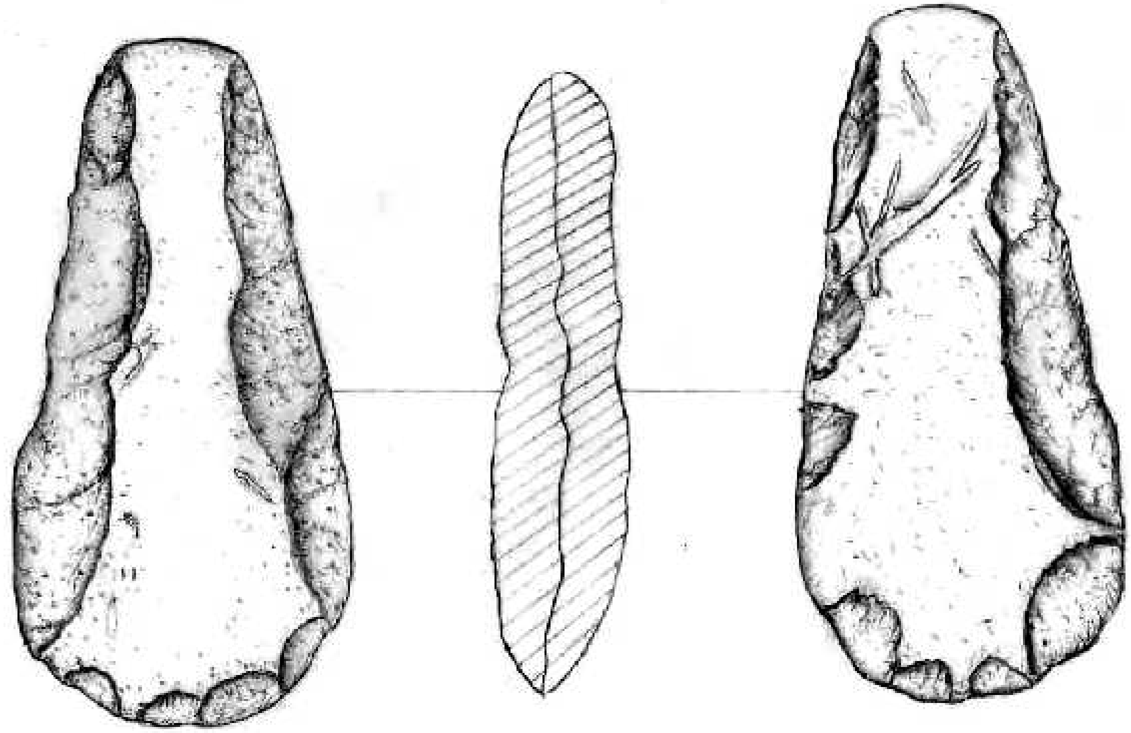

স্কেচ - ১৩: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (NCM-1)

বাংলাদেশে অন্য কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থান থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারের গায়ে এধরনের খোদাই চিহ্ন পাওয়া গেছে এমন কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে এই হাতিয়ারটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এ ব্যাপারে চীন, ভারত এবং ইউরোপসহ অন্যান্য স্থানে এধরনের যেসব হাতিয়ার পাওয়া যায় সেগুলোর গায়ে এধরনের খোদাই করা চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার সুযোগ থাকবে।

Location-6: Ghagra Bazaar Road Side (GB)

এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার কাউখালি উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের ঘাগড়া বাজারের রাস্তার পাশ থেকে কাটা রাস্তার একটি সেকশন থেকে পাওয়া গেছে। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৩৬' ৩৬.৯" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২° ০৫' ৫৬.০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

মানচিত্র-৭: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Ghagra Bazaar Road Side (GB)

প্রত্নস্থানটি যেখানে অবস্থিত সেই ঘাগড়া ইউনিয়নের পশ্চিম দিকে ফটিকছড়ি ইউনিয়ন, উত্তর এবং পূর্ব দিকে রাঙামাটি সদর উপজেলা এবং দক্ষিণ দিকে কালামপাতি ও রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়ন অবস্থিত। যেখানে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেই স্থানটি রাঙামাটি শহরের নিউ সার্কিট হাউস এলাকা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানটির একেবারে দক্ষিণ পাশ ঘেষে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি চলে গেছে। যে স্থানে হাতিয়ারটি পাওয়া গেছে সেটি পাহাড়ের বড় একটি ঢাল। রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়ক যখন তৈরি করা হয় তখন পাহাড়ের এই অংশটি কাটা হয়। সেই কাটার অংশের একটি সেকশন থেকে হাতিয়ারটি উদ্ধার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৩৩ঃ প্রত্নস্থানের সেকশনের অবস্থান, Ghagra Bazaar, Road Side (GB)

প্রত্নস্থানটির পাশে পানিরও উৎস রয়েছে, উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি ছড়া বা প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায়। এই ছড়ায় প্রচুর নুড়ি পাথর, কর্দমাক্ত পাথর বেলেপাথরসহ বিভিন্ন ধরনের ছোট বড়ো অনেক পাথর দেখতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনটি রাস্তার পাশের দক্ষিণ দিকের সেকশন থেকে পাওয়া গেছে। নিদর্শনটির বিবরণঃ

a) Broken Point not finished (GB -1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি অপূর্ণ ভাঙা পয়েন্ট বলে শনাক্ত করা হয়েছে। হাতিয়ারটি আংশিকভাবে মসৃণ করা। তবে হাতিয়ারটি মধ্যপ্রস্তর (Mesolithic) যুগের বৈশিষ্ট্য বহন করে কিনা সেটিও ভবিষ্যতে যাচাই করে দেখার সুযোগ রয়েছে।

ছবি-৩৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Broken Point not finished (GB-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৫.৩৬ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৩.০২ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৭৭ সেন্টিমিটার।

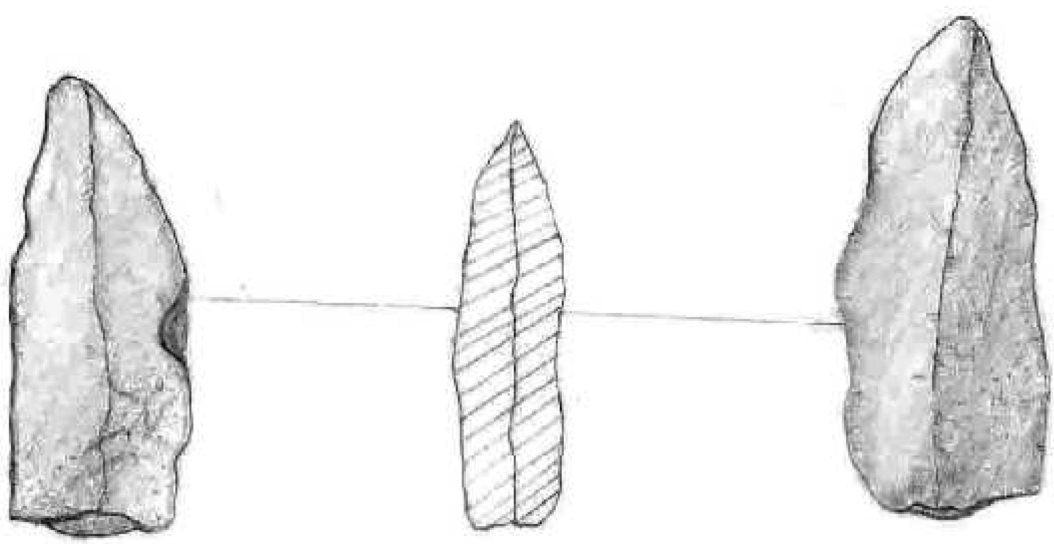

স্কেচ - ১৪: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (GB-1)

Location 7: Midpoint Gulsakhali (MIG)

এই প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার গুলশাখালি ইউনিয়নের মিডপয়েন্ট এলাকায় অবস্থিত। এই স্থানটি গুলশাখালি ইউনিয়ন থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পূর্ব দিকে, লংগদু উপজেলা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং রাঙামাটি সদরের নিউ সার্কিট হাউস এলাকা থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থানটি রাঙামাটির একেবারেই একটি প্রত্যন্ত স্থান। এই স্থাটিতে কেউ যেতে চাইলে তাকে স্থানীয় মাঈনী বাজার থেকে বোটে করে গুলশাখালি যেতে হবে। পরে সেখান থেকে পায়ে হেটে হাতিয়ার প্রাপ্তির স্থানটিতে পৌছানো যাবে। যে স্থানে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনটি পাওয়া গেছে, সেই স্থানটি মিডপয়েন্ট নামে পরিচিত। সেখানে এটি মাটির ভেতর গাঁথা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটি কোন হাতিয়ার না হলেও এটি হাতিয়ার তৈরির কাজে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। নিদর্শনটির বিবরণ:

a) **Core (MIG-1)**

নির্শনটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে মূল পাথরের তৈরি একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-৩৫: প্রত্নবস্তুটির এপিঠ-ওপিঠ, Core (MIG-1)

নিদর্শনটির দৈর্ঘ্য ৮.২৩ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.৫২ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ৩.১৬ সেন্টিমিটার।

Dhaka University Institutional Repository

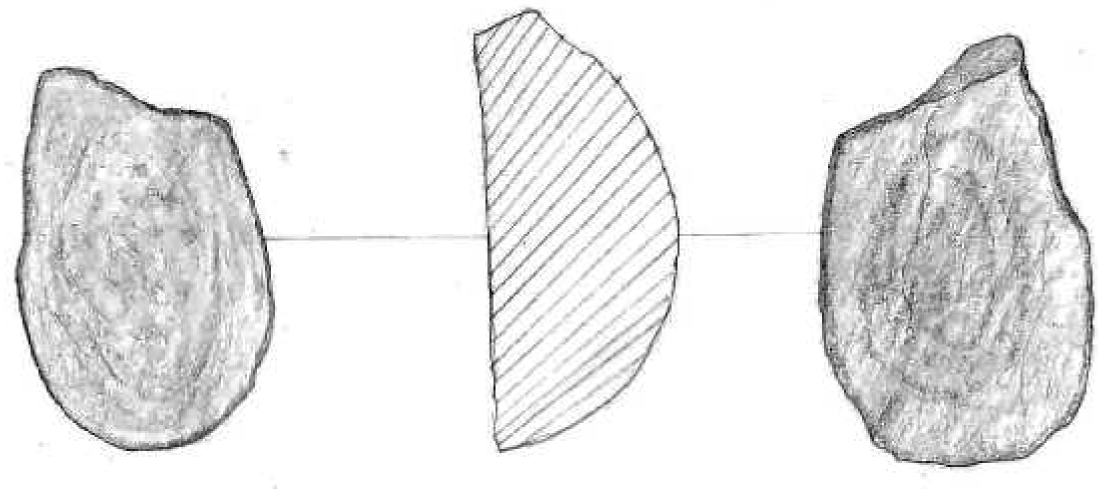

স্কেচ - ১৫: প্রত্নবস্তুটির এপিঠ-ওপিঠ, (MIG-1)

Location-8: BDR-camp Back-side Chhara (BDC)

এই প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার গুলশাখালি ইউনিয়নের তৎকালীন বিডিআর ক্যাম্পের পেছন দিকের ছড়া এলাকায় অবস্থিত। এই স্থানটি গুলশাখালি ইউনিয়ন থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে, মিডপয়েন্ট থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্ব দিকে, লংগদু উপজেলা থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং রাঙামাটি সদরের নিউ সার্কিট হাউস এলাকা থেকে প্রায় ৯৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থানটিও রাঙামাটি জেলার একেবারেই একটি প্রত্যন্ত স্থান। এই প্রত্নস্থানটির পাশেই অবস্থিত তৎকালীন বিডিআর ক্যাম্প ও স্থনীয় আদিবাসী পাঙ্খুয়াদের বাস। যেখানে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারগুলো পাওয়া গেছে সেটি স্থানীয়দের কাছে পেয়ারা ছড়া নামেও পরিচিত। এখান থেকে যেসব নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে ৩টি নির্শনকে হাতিয়ার হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। হাতিয়ারগুলোর বিবরণ:

a) **Celt (BDC-1)**

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি কুঠার সদৃশ হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৩৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Celt (BDC-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১২.৫২ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.৩৬ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ২.২৩ সেন্টিমিটার।

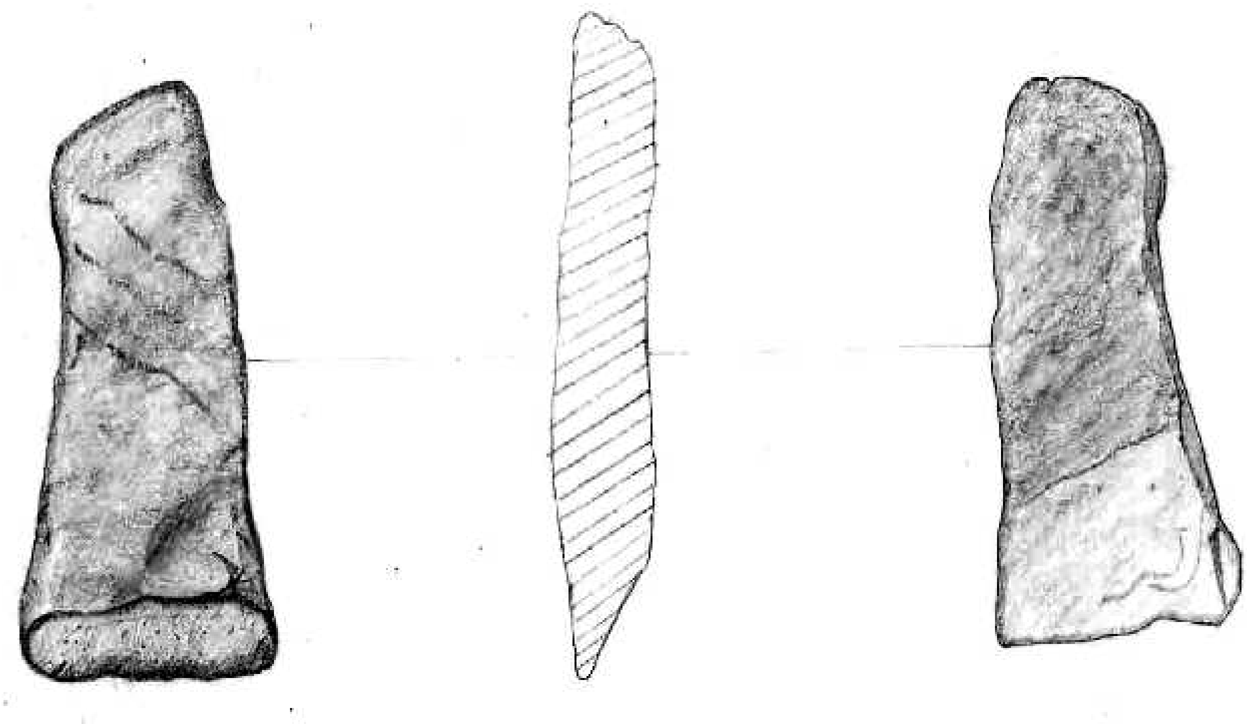

স্কেচ - ১৬: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BDC-1)

b) **Broken Celt (BDC-2)**

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি ভাঙা কুঠার সদৃশ হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-৩৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Broken Celt (BDC-2)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১৩.৯৩ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৬.৮১ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৬৩ সেন্টিমিটার।

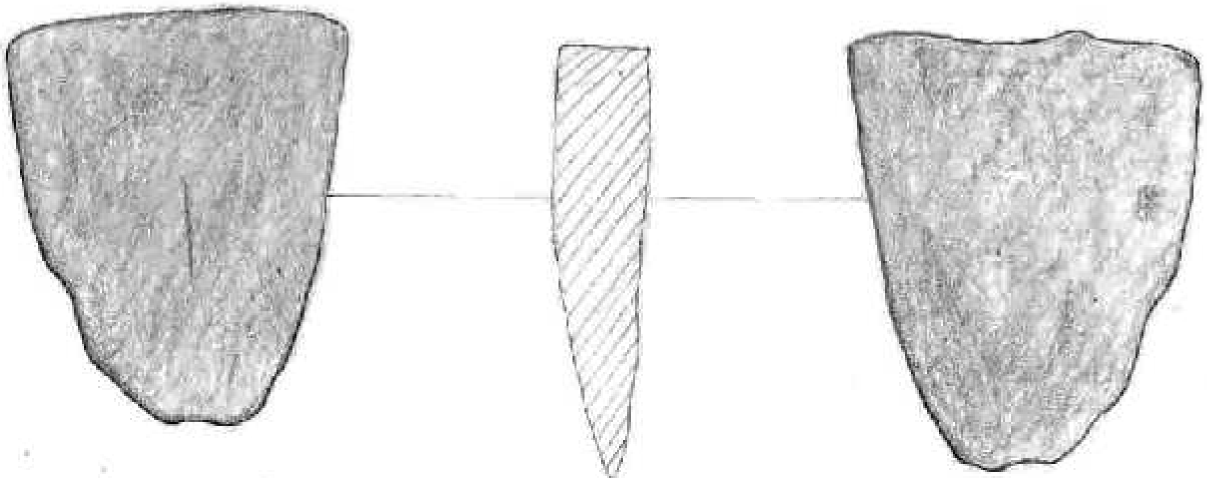

স্কেচ - ১৭: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BDC-2)

c) **Broken Pick like Celt (BDC-3)**

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি একটি উত্তল অংশযুক্ত ভাঙা কুঠার সদৃশ হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ছবি-৩৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Broken Pick like Celt (BDC-3)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৮.০৮ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৪.৫১ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.২৩ সেন্টিমিটার।

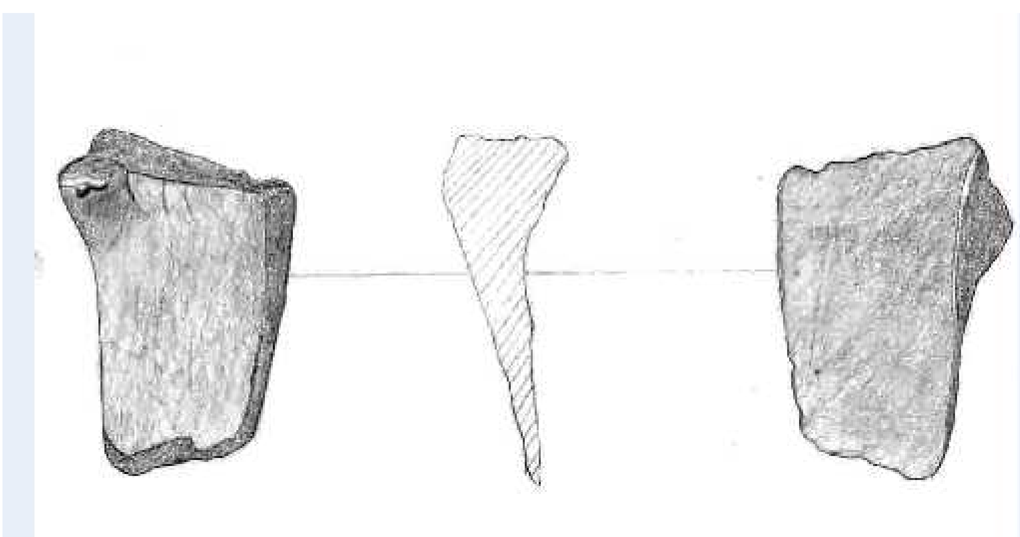

স্কেচ - ১৮: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (BDC-3)

Location-9: Karallachhari Army-camp Helipad Norther-slope (KAHN)

এই প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার আদারকছড়া ইউনিয়নের করল্যাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের উত্তর দিকের ঢালে অবস্থিত। এই স্থানটি স্থানীয় করল্যাছড়ি বাজার থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে ও লংগদু উপজেলা থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই আর্মি ক্যাম্পে একটি হ্যালিক্যাপ্টার অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। যখন এটি তৈরি করা হয় তখন পাহাড়ের উপরের একটি অংশ কাটা হয়েছিল। তাই প্রাথমিকভাবে এখানে প্রাপ্ত হাতিয়ারটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা যায় হাতিয়ারটি ওই পাহাড়ের ভেতরই সংরক্ষিত ছিল। পাহাড় কাটার ফলে হাতিয়ারটি মাটির সাথে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাহাড়ের ঢালে সংরক্ষিত হয়েছে। হাতিয়ারটির বিবরণ:

a) Flake Used as Side scraper (KAHN-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে একটি জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি ছোট পার্শ্ব চাঁছুনি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে হাতিয়ারটিকে নব্য প্রস্তর যুগের বলে শনাক্ত করা হলেও এর কিছু বৈশিষ্ট্য উচ্চ প্রত্নপ্র**স্তর** (Upper Paleolithic) যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটি সেটি নিয়ে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

ছবি-৩৯: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Flake Used as Side scraper (KAHN-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৮.৯১ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৫.৬২ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.২৩ সেন্টিমিটার।

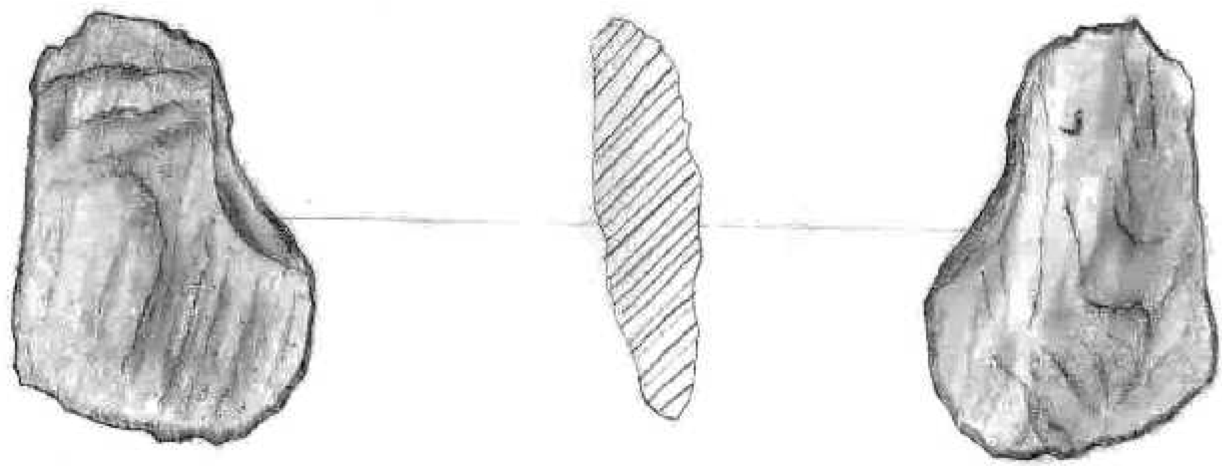

স্কেচ - ১৯: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (KAHN-1)

Location-10: Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)

এই প্রত্নস্থানটি রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার আদারকছড়া ইউনিয়নের করল্যাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের পূর্ব দিকের ঢালে অবস্থিত। এই স্থানটি স্থানীয় করল্যাছড়ি বাজার থেকে প্রায় ০.৯ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, লংগদু উপজেলা থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই আর্মি ক্যাম্পে একটি হ্যালিক্যাপ্টার অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। এখানে রাস্তা তৈরি করার সময় পাহাড়ের ঢালের একটি অংশ কাটা হয়েছিল। তাই প্রাথমিকভাবে এখানে প্রাপ্ত হাতিয়ারটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা যায় হাতিয়ারটি ওই রাস্তার পাশের পাহাড়ের ভেতরই কোনো একটি অংশে সংরক্ষিত ছিল। পাহাড় কাটার ফলে হাতিয়ারটি মাটির সাথে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে এসে পড়েছে।

ছবি-৪০: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)

হাতিয়ারটির বিবরণ:

a) Small Convex Scraper (KAE-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে জীবাশ্ম কাঠের তৈরি একটি ছোট উত্তল চাঁছুনি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই হাতিয়ারটিকেও প্রাথমিকভাবে নব্য প্রস্তর যুগের বলে শনাক্ত করা হলেও এর কিছু বৈশিষ্ট্য উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর (Upper Paleolithic) যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটি সেটি নিয়ে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

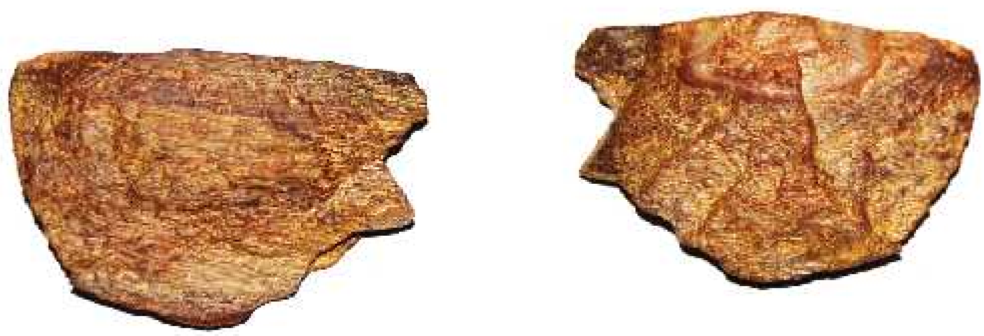

ছবি-৪১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, (KAE-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৫.৪৫ সেন্টিমিটার, ব্যাস ৩.৫৯ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৫৮ সেন্টিমিটার।

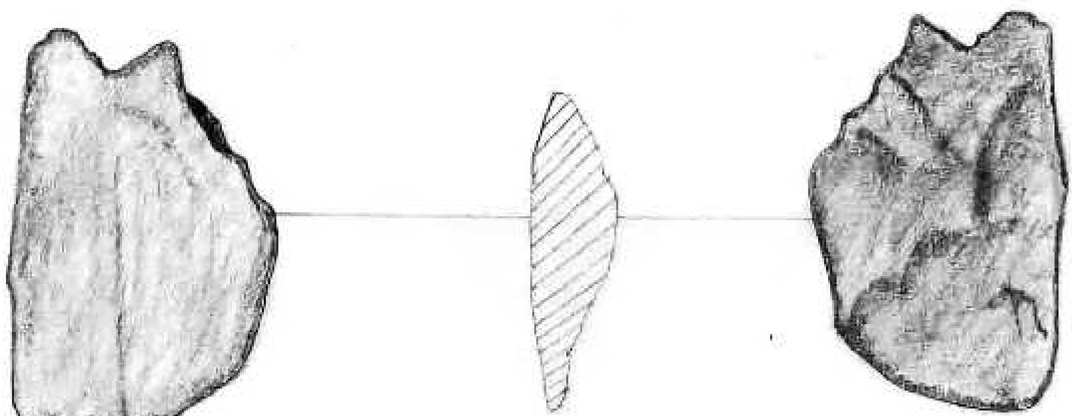

স্কেচ - ২০: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, (KAE-1)

Location-11: Maisa-chakmar-dokan Chhar's Garden (MCG)

এই প্রত্নস্থানটি খাগড়াছড়ি জেলার মানকিছড়ি উপজেলার মানকিছড়ি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটি আনুমানিক ২২° ৫২' ৪৪.৯" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১° ৫২' ৪৮.৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

মানচিত্র-৮: প্রত্নস্থানের অবস্থান, Maisa-chakmar-dokan Chhar's Garden (MCG)

এই স্থানটি স্থানীয় গচ্ছারবিল বাজার থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মানিকছড়ি সদর উপজেলা থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। যে স্থানে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেটি একটি পাহাড়ি বাগান ও পাহাড়ের চূড়া। এই পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা কাটা হয়েছে স্থানীয়দের চলাচলের জন্য। সেই রাস্তার মধ্যে গাঁথা অবস্থায় জীবাশ্ম কাঠের তৈরি হাতিয়ারটি পাওয়া গেছে। এই পাহাড়ের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছড়া বা পাহাড়ি প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ। প্রত্নস্থানটির পশ্চিম দিকে ছড়ার অপর পাশে রয়েছে স্থানীয় মইশা চাকমার দোকান। প্রত্নস্থানটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় হাতিয়ারটি ওই রাস্তার মধ্যেই সংরক্ষিত ছিল। এর আশেপাশে আরো ছোট ছোট জীবাশ্ম কাঠ দেখতে পাওয়া যায়। স্থানটির সাথে হাতিয়ারটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা যায় ভবিষ্যতে গবেষণার ক্ষেত্রে এই স্থানটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে যদি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনা করা যায়, তবে এই স্থান থেকে আরো প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পারে। প্রাপ্ত হাতিয়ারটির বিবরণ:

a) Flake Used as Side Scraper (MCG-1)

হাতিয়ারটির ধরন বিশ্লেষণ করে এটিকে জীবাশ্ম কাঠের তৈরি পার্শ্ব চাঁছুনি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই হাতিয়ারটিকেও প্রাথমিকভাবে নব্য প্রস্তর যুগের বলে শনাক্ত করা হলেও এর কিছু বৈশিষ্ট্য মধ্যপ্রস্তর (mesolithic) যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটি সেটি নিয়ে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

ছবি-৪২: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ, Flake Used as Side Scraper (MCG-1)

হাতিয়ারটির দৈর্ঘ্য ৪.৫০ সেন্টিমিটার, ব্যাস ২.৯৩ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ১.৪০ সেন্টিমিটার।

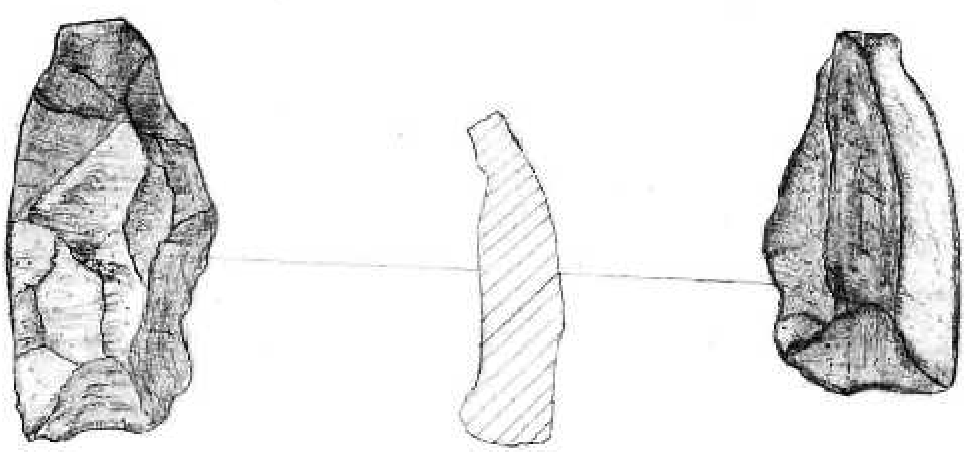

স্কেচ - ২১: হাতিয়ারের এপিঠ-ওপিঠ (MCG-1)

নব্য প্রস্তর যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

নব্য প্রস্তর যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলোকে ঘর্ষণ ও পিষণের মাধ্যমে আরো বেশি মৃসণ ও কার্যকর করে তোলা।[৪৭] এছাড়া তাদের দৈনিন্দন অন্যান্য ছোট কাজ করার জন্য ফ্লিন্ট, চার্ট, অ্যাগেইট ও জেসপারসহ অন্যান্য পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করতো। এসব হাতিয়ারের কাঁচামাল যেখানে সহজলভ্য ছিল সেখান থেকে পরিবহন করে নিয়ে আসা হতো। এসব উপাদানে তৈরি ছোট হাতিয়ারের মধ্যে ছিল ছুরি, চাঁছুনি, খোদাই করার যন্ত্রসহ বিভিন্ন হাতিয়ার। তবে সাধারণ ছোট-খাট কাজের জন্য ব্যহৃত এসব হাতিয়ার তেমন মসৃণ ছিল না।[৪৮]

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে সধারণত নব্য প্রস্তর যুগের সূচনাকাল ধরা হয়ে থাকে ৯০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এই নবপ্রস্তর যুগের সূচনা হয়েছিল আরো পরে। ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন নব্য প্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল মেহেরগড়ে। যার বয়স নির্ণয় করা হয়েছে ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এছাড়া কিলিগুড়ি প্রত্নস্থানের আনুমানিক বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং বুর্জাহামের আনুমানিক বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮০০ থেকে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।[৪৯]

এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি এলাকা আসাম, মেঘালয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেক নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থান পাওয়া গেছে যার মধ্যে অন্যতম পরিচিত একটি স্থান হলো দত্তডালি। পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থানের মধ্যে রয়েছে ভারুডি ও চিরান্ড। এখানেই প্রথম ধান চাষের শুরু হয়েছিল বলে গবেষকদের ধারণা।[৫০]

---

[৪৭] Robert Bruce Foote, *Prehistoric and protohistoric antiquities Of India*, Leeladevi publications, Delhi, Frist published in 1916, P 1.

[৪৮] Ibid; P 2.

[৪৯] Arunima Roy Chowdhury, *Pragitihasik Varotborso: Prostor jug theke Louho Jug*, Kolkata, First Published 2008, P 45.

[৫০] Ibid; P 47.

নব্য প্রস্তর যুগে হাতিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ব্যাপক মাত্রায় পৌছেছিল। ফলে এসময়কার হাতিয়ারগুলো অনেক বেশি ধারালো, মসৃণ ও কার্যকর ছিল। ভারতে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা বেলেপাথর ও কোয়ার্টজাইট

পাথরের তৈরি মাটি খোদাই করার যন্ত্রসহ বিভিন্ন হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল।[৫১]

ভারেতের বিহারেও বিভিন্ন স্থানে নব্য প্রস্তর যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার পাওয়া গেছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে হাত কুঠার, ছেনি, হাতুড়ি ও চাঁছুনিসহ বিভিন্ন হাতিয়ার। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এসব হাতিয়ারের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছেন। প্রথমে হাতিয়ার তৈরির কাঁচামালটির ছোট ছোট অংশ ফেলে দিয়ে আকার দেয়া হতো এরপর ঘষে, পিষে অধিক মসৃণ ও কার্যকর করা হতো।[৫২]

আসাম, কাইমুর ও বান্দা এলাকায় যেসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার মধ্যে উভয় দিকে গোলাকার, মধ্য মানের ধারালো প্রান্তযুক্ত ও গোলাকার হাতলযুক্ত কুঠার।[৫৩]

ভারতের বিহারে নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য ড. সীতা রাম রায় তুলে ধরেছেন। তার ভাষায়:[৫৪]

> *"Bihar does not seem to be culturally backward during the neolithic period of Stone Age. With the growth of population, requirement in every field increased. Instead of living in caves and rock-shelters men came on the lower ground and began cultivation, though of primitive type, started producing grains, domesticated animals and depended partially on*

---

[৫১] Ibid; pp 47-48.

[৫২] Dr. Sita Ram Roy, *Pre-Aryan Culture of Bihar*, Historical Research Series Vol. XII, General Editor Anantalal Thakur, Comprehesive History of Bihar, Vol. I, Part I, Kashiprasad Jayaswal Research Institute Patna, Patna, 1974, p 161.

[৫৩] Ibid; p 161.

[৫৪] Ibid; p 159.

hunting and fishing. Polished stone implements began to be manufactured”

ভারতের এসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলোর ধরন ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় গবেষণাধীন এলাকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলোর সাথে ওইসব অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের

বৈশিষ্ট্যের অনেক মিল রয়েছে। গবেষণাধীন এলাকা থেকে প্রাপ্ত অধিকাংশ হাতিয়ার বেশ কার্যকর ও মসৃণ। এসব হাতিয়ারগুলোর ব্যবহারের বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কৃষিকাজ, শিকার বা পশুপালনের মত কর্মকাণ্ডের সাথে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ যুক্ত ছিল।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্ব থেকে মানুষ যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে সেখানে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটেছে তাকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো প্রথমিকভাবে খাদ্য উৎপাদন, গ্রামীণ জীবনের সূচনা ও নগরায়ন।[৫৫]

নব্য প্রস্তর যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষিকাজের সূচনা ও শিকারের পাশাপাশি বন্য পশুকে গৃহপালনের আওতায় নিয়ে আসা। ফলে এসময় নিয়মিত কৃষিকাজ করা হতো ও স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল।[৫৬] বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে পশুপালনের সূচনা হয়েছিল ৭০০০ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে।[৫৭]

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া এই নব্য প্রস্তর যুগের এই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া ভারতের বিভিন্ন অংশেও

৫৫ H D Sankalia, *Prehistory of India*, Munshiram Manoharlal publishers pvt. Ltd., New Delhi, First published- 1977, P 7.
৫৬ Ibid; P 79.
৫৭ Ibid; P 22.

বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ভারতে ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কৃষিকাজের সূচনা হয়েছিল বলে গবেষকরা ধারণা করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রথম যে ফসলটিকে কৃষিকাজের আওতায় এসেছিল তা হলো বার্লি বা যব। যার নিদর্শন পাওয়া যায় মেহেরগড়ে। এখানে বন্য যব ও কৃষিকাজের মাধ্যমে উৎপাদিত যব দুটোর নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে।[৫৮]

তাই নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের জন্য খাদ্যের উৎস হিসেবে এই পশুপালন একটি বড় ধরনের সুবিধা তৈরি করেছিল। তাই নব্য প্রস্তর যুগের যেসব প্রত্নস্থান পাওয়া যায় সেখানে ঘোড়া ও ভেড়ার হাড় বা জীবাশ্ম পাওয়া যায়। খাদ্যের যোগানের জন্য তারা গবাদি পশুগুলোকে জবাই করতো এমন প্রমাণ পাওয়া যায় ওইসব প্রত্নস্থানগুলোতে পাওয়া

প্রাণীর অবশিষ্টাংশ থেকে।[৫৯]

গবেষণাধীণ অঞ্চল চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলোর সাথে কোন প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। কারণ এসব হাতিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। এখানে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। তাই কোনো প্রাণীর জীবাশ্ম বা প্রাচীন ফসলের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়নি। তবে এই অঞ্চলে যেসব আদিবাসীরা বসবাস করে তারা পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন সময়কার জুমচাষ, শিকার ও পশুপালনের সাথে যুক্ত।

এই জুম চাষ এখনো গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচলিত আছে। মিয়ানমার বা বার্মায় এটি ‘টংগিয়া’ (Taungya) এবং ফিলিপাইনে ‘ল্যাডিং’ (Lading) নামে পরিচিত। আর বাংলাদেশে এটি জুমচাষ নামে পরিচিত।[৬০]

জুম চাষের মাধ্যমে এখানকার আদিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করে। এর মধ্যে রয়েছে জুম ধান, ভুট্টা,

[৫৮] Arunima Roy Chowdhury, op. cit.; P 48.
[৫৯] Robert Bruce Foote, op. cit.; P 2.
[৬০] Haroun Er Rashid, op. cit.; P 123.

তুলা, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন ধরনের শাকশজি।[৬১] এ ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি ও খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াটির সাথে এই অঞ্চলে নব্য প্রস্তর যুগে বসবাসরত মানুষের চাষাবাদ পদ্ধতি এবং খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

বসতি বিন্যাস

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ সেখানেই তাদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে যেখানে খাদ্য, পানি ও হাতিয়ার তৈরির কাঁচামাল সহজলভ্য ছিল।[৬২] ভারতের দক্ষিণ ডেকান অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বে মানুষ গ্রানাইটের তৈরি পাহাড়গুলোর বড় পাথরের নীচে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল।[৬৩] এছাড়া অন্ধ্র, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুতেও

গ্রানাইটের পাহাড়গুলোতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতি গড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৪]

খুব সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের বস্তুগত সংস্কৃতির ক্রমাগত উন্নয়নের ফলে দক্ষিণ ভারতের নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ খোলা স্থানে পাথর, কাঠ ও অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করে উপত্যকায়, পাহাড়ের ঢালে বা খোলা স্থানে বসতি স্থাপন শুরু করেছিল। আর বসতি বিন্যাসের এই নতুন বিস্তারের কারণেই হয়তো তারা অন্ধ্র, কনাটক ও তামিলনাড়ুর সমতল ভূমি এবং নদীর পার্শ্ববর্তী উপত্যকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৬৫]

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামেও হয়তো নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ এধরনের খোলা স্থান, পাহাড়ের ঢাল ও কর্ণফুলীসহ অন্যান্য ছোট বড় নদী উপত্যকাগুলোতে তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল বলে ধারণা করা যায়। এখানকার যেসব স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারগুলো পাওয়া গেছে সেখানকার আসে পাশের সমতল ভূমিগুলোতে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ করতে দেখা যায়। এসব ফসলের মাঠের পাশেই ছন, বাঁশ, কাঠসহ বনের বিভিন্ন

[৬১] Ibid; pp 122-123.
[৬২] H D Sankalia, op. cit.; p 138.
[৬৩] Robert Bruce Foote, op. cit.; p 2.
[৬৪] H D Sankalia, op. cit.; P 139.
[৬৫] Ibid; P 140.

উপাদান ব্যবহার করে পাহাড়ে ও সমতলভূমিতে বসতি নির্মাণ করতে দেখা যায়।

গবেষকদের ধারণা যখন খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির সূচনা হয় এর পরবর্তীতে বাংলায় গ্রামীণ সমাজের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে তাদের ধারণা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ প্রথমে জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকাগুলো পুড়িয়ে জুম চাষাবাদের জন্য তৈরি করতো। আরো পরে তারা লাঙল দিয়ে নিম্নভূমিতে চাষাবাদের পদ্ধতি আবিষ্কার করে।[৬৬] গবেষণাধীন অঞ্চলের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়। যদিও এই বিষেয়ে আরো ব্যাপক পরিসরে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেলে তা থেকে হয়তো স্পষ্টভাবে বলা যেতো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলো কারা ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে

প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কারের লক্ষ্যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনা করা হয়নি। তাই নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা। তবে ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এখানকার মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো প্রাগৈতিহাসিক পর্বে চট্টগ্রামে বসবাসকারীদের অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও মঙ্গোলয়েড গ্রুপের বলে মনে করেন। তার মতে:[৬৭]

"In Prehistoric times Chittagong was inhabited successively by the Austre

[৬৬] Annapurna Chattopadhyaya, *The People and Culture of Bengal, A Study in Orgin; Vol-1 (part-1*), Firma KLM Private Limited, Kolkata, First edition 2002, P 73.
[৬৭] Suniti Bhushan Qanungo, op. cit.; P 20.

– Asiatic and the Mongoloid groups of people”

একই সাথে তিনি গোটা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্ট্রালয়েড ও প্রোটো অস্ট্রালয়েডদের বসবাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মতে:[৬৮]

> *“It is generally supposed that either the Austroloid or the proto-Austroloid peoples were the earliest inhabitants not only of this region but of (also) the whole South and South- East Asia”*

তবে ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে দেখা যায় এখানে এই অঞ্চলটির পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাংশে ককেশয়েড, অস্ট্রালয়েডসহ মিশ্র বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর বসবাস। আবার এই অঞ্চলটির পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে মঙ্গোলয়েডদের বসবাস। সুতরাং এই অঞ্চলটিকে বলা যায় একটি ট্রানজিশনাল জোন। ফলে প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বে এখানে আসলে কারা বসবাস করেছে সেটা নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও আরো ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে পূর্বে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে ওই সময়ে যেসব

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এখানে বসবাস করেছে তাদের ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো নাগাল্যান্ড, কাছর, মনিপুর, মেঘালয়, সিলেট, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং আরাকানে বিচরণকারী একই গোষ্ঠীর মানুষের সাথে অন্তর্ভুক্ত বলে মত দিয়েছেন। এছাড়া চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নব্য প্রস্তর যুগে ফ্যাক্টরি সাইট বা হাতিয়ার তৈরির স্থান ছিল বলে তিনি করা হয়েছে। তার মতে:[৬৯]

> *“Material evidences prove that these people also roamed over the whole area that covers Nagaland, Manipur, Meghalaya, Kachar, Sylhet, Tripura, Mizoram, Chittagong and Arakan. In Chittagong, stone pebbles, the chief*

---

[৬৮] Ibid; P 32.

[৬৯] Ibid; pp 32-33.

source of Neolithic arms and tools could be found in abundance in the strems beds in Sitakundaa area where it seems the factory of the Neolithic arms and implements was located. Probably, hunting in the deep forests was their chief occupation, though agriculture in a very crude form was also known to them"

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১২টি আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। এরা হলো বম, চাক, চাকমা, খিয়াং, খুমি, লুসাই, মার্মা, ম্রো, পাঙখোয়া, রাখাইন, তঞ্চঙ্গা ও ত্রিপুরা।[৭০] এসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেকেই এখনো আদি কৃষি যেমনঃ জুমচাষ, পাহাড়ে বিভিন্ন বন্য প্রাণী শিকার ও নানা ধরনের পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এসব আদিবাসীদের সাথে নব্য প্রস্তর যুগে এখানে বসবাসকারী মানুষের কোন নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে কিনা তা আরো বিষদভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। আর এজন্য এই অঞ্চলে ব্যাপক পরিসরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও জরিপ করা প্রয়োজন।

অন্যান্য প্রত্নস্থান ও হাতিয়ারের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

অনেক গবেষকদের মতে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় যেসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার সাথে পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সম্পর্ক অনেকটাই কম। বরং এর সাথে উত্তর-পূর্ব ভারত ও মিয়ানমারসহ পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত। ১৯৮৯ সালে ২৩৪টি জীবাশ্ম কাঠের প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল কুমিল্লা জেলার লালমাই অঞ্চলের ১১টি স্থান থেকে। এসব প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার করেছিলেন দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, এম এইচ রশিদ, এম এম হক ও এস এম কে আহসান।[৭১]

এছাড়া পরবর্তীতে কুমিল্লার এই লালমাই অঞ্চল থেকে আরো ১২৬৮টি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কারের কথা

[৭০] Editors: Mesbah Kamal, Zahidul Islam and Sugta Chakma, op. cit.; pp 3-202.
[৭১] Jayanta Singh Roy & Syed Kamrul Ahsan, op. cit. p 160.

জানা যায়। এসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়েছিল যেসব স্থান থেকে সেগুলো হলো[৭২]ঃ Lalmai-1 (LLM-1), Lalmai-2 (LLM-2), Lila Mura and Takka Mura (LMTM), MaharamAlir Bari (MAB), Tipra Mura (TPM), Mandara Mura (MM), Maidhar Mura (MDM), MembererKhil (MBK), MeherKuler Mura (MKM), Takka Mura-2 (TKM-2), Babuler Mura (BBM), Sarderer Mura (SDP), Corneler Mura (CM), Bara Mura (BM), Chora Mura (CHM), Shakunna Mura (SM)।

কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে অনেক গবেষকই এই প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের আবিষ্কার ও আবিষ্কার পরবর্তী গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছেন চক্রবর্তী (১৯৯২, ১৯৯৮, ২০০১), আলম (১৯৯২, ২০০১), হক (১৯৯৯, ২০০৩), (রায় ও আহসান ২০০০, ২০০১, ২০০৪ঃ রায় ২০০০, ২০০২ঃ আহসান ২০০৩)। এখানে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলো জীবাশ্ম কাঠের তৈরি হাতিয়ারের একটি স্বতন্ত্র ধারা বহন করছে। প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার।[৭৩]

এখান থেকে নব্য প্রস্তর যুগের যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলোর ধরন বিশ্লেষণ করে ও অন্য গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে জয়ন্ত সিংহ রায় হাতিয়ারগুলোকে ত্রিপুরা, আসাম ও মিয়ানমারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মত দিয়েছেন। তার মতে:[৭৪]

---

[৭২] Jayanta Singh Roy, *Location of Prehistoric Archaeological Records of Lalmai Hills: Some Observation on Distribution Patterns,* Pratnatattva, Vol. 15, June 2009, Executive Editor: Dr. Seema Hoque, Journal of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, P 3.

[৭৩] Ibid; P 6.

[৭৪] Ibid; P 6.

> *"These specimens might indicate the existence of Neolithic assemblage and they typologically show close similarity to those of Tripura, Assam and Myanmar"*

এই মতের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই গবেষণার আওতায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোর সাথে কুমিল্লা, ত্রিপুরা, আসাম ও মিয়ানমারের নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত।

এছাড়া সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার একটি মৌসুমি পানির প্রবাহ বালুগং (বালুকাময়) নদী এর ৬ কিলোমিটার এলাকা থেকে বেশ কিছু প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রাপ্তির কথা জানা যায়। প্রাপ্তিস্থানের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত প্রথম অংশটি থেকে ১৯টি মসৃণ হাতিয়ার, ২৭টি ব্যবহৃত ফ্লেক ও ৬২টি সাধারণ প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় অংশ থেকে ৫৫৩টি প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে ১৭৮টি হাতিয়ার ও ৩৭৫টি সাধারণ হাতিয়ার। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চাঁছুনি, ছুড়ি, পয়েন্টসহ বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার।[৭৫]

এই গবেষণার আওতায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির ১১টি নতুন স্থান থেকে নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়েছে। স্থানগুলো হলোঃ

সারণি - ২ঃ প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্তির স্থানগুলোর নাম

1. Sitakunda Eco Park (SK)
2. Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)
3. New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS)
4. New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW)
5. New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM)
6. Ghagra Bazar Road Side (GB)
7. Midpoint Gulsakhali (MIG)

[৭৫] Jayanta Singh Roy & Syed M Kamrul Ahsan, op. cit.; p162-164 & 164-174.

8.	BDR camp Back-side Chhara (BDC)
9.	Karallachhari Army- camp Helipad Norther-slope (KAHN)
10.	Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)
11.	Maisa-chakmar-dokan Chhar's opposite Garden (MCG)

এসব প্রত্নস্থান থেকে ২১টি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি হাতিয়ারকে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। রেকর্ডিং সহ সেসব হাতিয়ারগুলো হলোঃ

Scraper Core (SK-1), Broken Axet (SK-2), Small Axe (SK-3), Side scraper (SK-4), Celt (BRC-1), Convex Scraper (BRC-2), Convex Scraper (BRC-3), Axe (BRC-4), Axe (BRC-5), Chisel like Narrow Body (BRC-6), Small Tiny Chopping (NCW-1), Celt (NCM-1), Broken Point (GB), Flake Used as Side Scraper (NCS-1), Flake Used as Side scraper (KAHN-1), Small Convex Scraper (KAE-1), Celt (BDC-1), Broken Celt (BDC-2), Broken Pick like Celt (BDC-3) ।

এসব হাতিয়ারের সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সাথে অনেক মিল রয়েছে। এছাড়া পূর্ব ভারতে বিশেষ করে কাছর পর্বতমালা, গারো পর্বতমালা, নাগা পর্বতমালা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, খাশি পর্বতমালা, মনিপুর ও মিজো পর্বতমালার অনেক স্থান থেকে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে।[৭৬] এসব নব্য প্রস্তর যুগের স্থানগুলোর সাথে গবেষণাধীন অঞ্চল চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের স্থান ও হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যের সাথে অনেক মিল রয়েছে।

গবেষণাধীণ অঞ্চল থেকে যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি হলো নিওলিথিক কুঠার সদৃশ হাতিয়ার।

[৭৬] Lala Aditya Narain, op. cit.; p 303-304.

এখান থেকে পাথর ও জীবাশ্ম কাঠের তৈরি বেশ কয়েকটি নিওলিথিক কুঠার সদৃশ হাতিয়ার পাওয়া গেছে। পূর্ব ভারত এবং চীনেও নব্য প্রস্তর যুগের বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে এ ধরনের নিওলিথিক কুঠার সদৃশ হাতিয়ার পাওয়া

গেছে। এসব নিওলিথিক সেল্টের উৎস সম্পর্কে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়।

ছবি-৪৩: রাঙামাটি থেকে প্রাপ্ত পাথর ও জীবাশ্ম কাঠের তৈরি নিওলিথিক কুঠার সদৃশ হাতিয়ার

এর মধ্যে প্রথম মতটি হলো এ ধরনের নিওলিথিক কুঠার সদৃশ হাতিয়ারগুলো চীনে প্রথম তৈরি হয়েছিল এবং এগুলোর উৎস হলো চীন। লালা অদিত্য নারায়ন এই মতের ক্ষেত্রে ওরম্যানের ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লালা অদিত্য নারায়ন বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন:[৭৭]

> *"Typological study of the neolithic tools of eastern India suggests that the faceted tools, shouldered celt, bar-chisel and splayed-edge axe were not indigenous types, rather they were intrusive elements. Their occurrence in eastern India led Worman to suggest that China was the source of*

[৭৭] Ibid, P 304.

Indian Neolithic celt"

এ তবে ওরম্যানের এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন আহমেদ হাসান দানী। তার মতে, পূর্ব ভারতে যেসব

নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায় সেসব হাতিয়ারের কয়েকটির উৎস হয়তো ভারতের বাইরে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় নিওলিথিক সেল্টের উৎস চীন। লালা অদিত্য নারায়নঃ আহমেদ হাসান দানীর ব্যাখ্যাটি এভাবে তুলে ধরেছেন:[৭৮]

> *"While summing up his observations on eastern Indian neoliths, Dani also observed that some of the types were imported but that does not mean that China was the source of Indian neolithic celts. He has argued that the rounded-butt axe is the most common tool in the neolithic culture of India"*

এদিকে গবেষণাধীন অঞ্চল সীতাকুণ্ড থেকে ১৮৮৬ সালে কগিন জে ব্রাউন কর্তৃক জীবাশ্ম কাঠের তৈরি যে হাতিয়ারটি আবিষ্কৃত হয়েছে তার ধরন বিশ্লেষণ করে সেটি নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলে গবেষকরা মত দিয়েছেন। হাতিয়ারটির বিবরণ পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে প্রকাশিত কগিন জে ব্রাউনের গ্রন্থ *Prehistoric Antiquities of India Preserved in the Indian Museum, Calcutta* থেকে। হাতিয়ারটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন:[৭৯]

> *"A piece of fossil wood, pointed, elongated, one side flat, truncated butt, beautifully polished Sitakunda range Chittagong"*

এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি আর্টিকেল *Stone Age in Bangladesh* ইএ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে ৫টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো জীবাশ্ম কাঠ, চার্ট ও লাইমস্টোনের তৈরি। এর মধ্যে একটি হাতিয়ার ভারতের কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এ এইচ দানী

[৭৮] Lala Aditya Narain, op. cit.; p 304.

[৭৯] Dilip K. Chakrabarti, op. cit.; p 31 & Md Mozammel Hoque, op. cit.; p 4

উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিগুলো সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা না গেলেও এর মধ্যে কয়েকটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে বলে তিনি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হাতিয়ারগুলোর বিবরণ দিয়েছেন এভাবে:[৮০]

''We had very vague and sketchy information regarding the stray finds to five specimens of facetted tools made of fossil wood, Chart and limestone from Sitakunda in Chittagong district. Only one of the specimens now in the Indian Museum Calcutta has been mentioned by A. H. Dani .....and almost nothing is known about the rest now lying in the British Museum"

তবে এসব হাতিয়ারগুলো সীতাকুণ্ডের কোথা থেকে, কিভাবে পাওয়া গেছে তার বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এই গবেষণার আওতায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ইকোপার্ক থেকে ৪টি ও বাঁশবাড়ীয়া এলাকা থেকে ৬টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এদিকে রাঙামাটি থেকে **১৯৫৮** সালে ডাইসন কর্তৃক পাথরের তৈরি যে হাতিয়ারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটিকে উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলেই গবেষকরা মত দিয়েছেন।[৮১] এই হাতিয়ারটি সম্পর্কে **১৯৫৯** সালের ৬ ফেব্রুয়ারি একটি ছোট্ট বিবরণ মনস আর ক্রুয়েলের কাছে দিয়েছেন। বিবরণটি এরকম:[৮২]

"One stone implement found on the surface by accident at Rangamati ... by the side of the road where it had cut through a slightly higher slope which at present forms the lawn of the District Forest Officer, opposite to Circuit House. Carful search of the surface failed to reveal any additional object of evidence of occupation"

[৮০] Ibid; pp 31, 32.
[৮১] Ibid; p 33.
[৮২] Ibid; p 33.

তবে রাঙামাটি থেকে প্রাপ্ত এই হাতিয়ারটি চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর থেকে পরবর্তীতে হারিয়ে যায় বলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই গবেষণার আওতায় রাঙামাটির ৮টি নতুন স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যেগুলোকে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোর বয়সসীমা সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে সীতাকুণ্ড থেকে ১৮৮৬ সালে প্রাপ্ত হাতিয়ারটির ধরন এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলোর ধরন ও সময়সীমা বিশ্লেষণ করে কোনো কোনো গবেষক হাতিয়ারটিকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বলে মত দিয়েছেন। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো হাতিয়ারটি সম্পর্কে ড. এ এইচ দানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করে এ মত দিয়েছেন। তার মতে:[৮৩]

> *"Dr A H Dani who examined these tools and implements does not state that the period to which these objects might belong. Most probably, these belong to the Neolithic culture that prevailed in this region not later than two millenium B C"*

আর এই হাতিয়ারটিকে তিনি সম্পৃক্ত করেছেন ভারতের মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, কাছর ও মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের সাথে।[৮৪] সুতরাং গবেষকদের এই মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, এই গবেষণার আওতায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো উপরোক্ত সময়কাল ও উল্লিখিত স্থানগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

---

[৮৩] Suniti Bhushan Qanungo, op. cit.; 31-32.

[৮৪] Ibid; p 32.

উপসংহার

এই গবেষণার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেসব নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলে ওই সময়ে নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এখান থেকে যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে তা পাথর ও জীবাশ্ম কাঠ উভয় ধরনের কাঁচামালে তৈরি।

যদিও এসব হাতিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তবুও এই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এই হাতিয়াগুলো একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে বলে আশা করা যায়। কারণ এই অঞ্চল থেকে এর আগে যেসব হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল তার কোনটিই এখন আর বাংলাদেশে সংরক্ষিত নেই।

তাই নতুন এসব হাতিয়ারের সূত্র ধরে বিশেষ করে যেসব স্থান থেকে এসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেসব স্থানের উপর আরো পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ভবিষ্যতে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনা করা সম্ভব। গবেষণা অঞ্চলের ১১টি স্থান থেকে মোট ২১টি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ২০টি নিদর্শনকে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারসহ প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের বিবরণ:

সারণি - ৩: নব্য প্রস্তর যুগের প্রাপ্ত নিদর্শন ও হাতিয়ারের সংখ্যা

Name of the Sites (প্রত্নস্থানের নাম)	District (জেলা)	Tools (হাতিয়ার)	Number of Tools (হাতিয়ারের সংখ্যা)
1. Sitakunda Eco Park (SK)	Chittagong	Scraper Core (SK-1), Broken Axe (SK-2), Small Axe (SK-3), Side scraper (SK-4)	4
2. Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)	Chittagong	Celt (BRC-1), Convex Scraper (BRC-2), Convex Scraper (BRC-3), Axe (BRC-4), Axe (BRC-5), Chisel like Narrow Body (BRC-6)	6
3. New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS)	Rangamati	Small Celt-Cum-Side-Scraper (NCS-1)	1
4. New Circuit-house Helipad Western-slope (NCW)	Rangamati	Small Tiny Chopping (NCW-1)	1
5. New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM)	Rangamati	Celt (NCM-1)	1
6. Ghagra Bazaar Road Side (GB)	Rangamati	Broken Point (GB-1)	1
7. Midpoint Gulsakhali (MIG)	Rangamati	Core (MIG-1) artifacts	-

8. BDR-camp Back-side Chhara (BDC)	Rangamati	Celt (BDC-1), Broken Celt (BDC-2), Broken Pick like Celt (BDC-3)	3
9. Karallachhari Army-camp Helipad Norther-slope (KAHN)	Rangamati	Flake Used as Side scraper (KAHN-1)	1
10. Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)	Rangamati	Small Convex Scraper(KAE-1)	1
11. Maisa-chakmar-dokan Chhar's opposite (NCHS)	Khagrachhari	Flake Used as Side Scrapert (NCS-1)	1
Total Number of Tools			20

আর এটি সম্ভব হলে এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়। ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসবাসের জন্য যে ধরনের উপাদান দরকার যেমন, খাদ্যের উৎসের সহজলভ্যতা, পানির উৎস থাকা, হাতিয়ার তৈরির কাঁচামালের সহজলভ্যতা এর সবগুলোই এই অঞ্চলে বিদ্যমান। তাই প্রাগৈতিহাসিক সময় পর্বে এখানে মানব বসতি গড়ে ওঠার জন্য খুবই উপযুক্ত ছিল। গবেষণা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো তারই প্রমাণ বহন করে।

তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়, এই অঞ্চলের নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল পূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা ও মিয়ানমারের আরাকানসহ বিস্তৃত

অঞ্চলব্যাপী বিচরণকারী মানুষের সাথে। সুতরাং এই গবেষণার সূত্র ধরে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানী তৎপরতা নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎখনন ও জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব হলে তা এই অঞ্চল তথা গোটা বাংলাদেশের প্রাক-ইতিহাস পুনর্নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

Books

1. Ahmad Hasan Dani, *Prehistory and Protohistory of Eastern India: with a detail account of the neolithic cultures in mainland South East Asia*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1st edition 1960.
2. Arunima Roy Chowdhury, *Pragitihasik Varotborso: Prostor jug theke Louho Jug*, Kolkata, First Published 2008.
3. Dilip K Chakrabarti, *Ancient Bangladesh A Study of the Archaeological Sources,* Oxford University Press Limited, Dhaka, 1992.
4. F H Khan, *Geology of Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, First published 1991.
5. Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, Second Revised Edition 1991.
6. Hasmukh Dhirajlal Sankalia, *Stone Age Tools: Their Techniques, Names and Probable Functions*, Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona, 1964.
7. Hugh Brammer, *The Physical Geography of Bangladesh*, The University Pres Limited, Dhaka, First published in 2012,
8. Kamrunnesa Islam, *Aspect of Economic History of Bengal, c.400-1200A.D.* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, October 1984.
9. Md. Mozammel Hoque, *Prehistoric and Protohistoric Settlement Pattern of Bengal Delta,* Ankur Prakashani, Dhaka, 1st edition 2002.
10. Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong: Vol – 1 (From Ancient Times down to 1761),* Billah Printers, Chittagong, First puplished 1988.
11. H D Sankalia, *Prehistory of India*, Munshiram Manoharlal publishers pvt. Ltd., New Delhi, First published- 1977.
12. RC Majumder, History of Ancient Bengal, G Bharadwa J & Co. Calcutta, First Published 1971.

13. Robert Bruce Foote, *Prehistoric and protohistoric antiquities of India*, Leeladevi publications, Delhi, Frist published in 1916.
14. Annapurna Chattopadhyaya*, The People and Culture of Bengal, A Study in Origin, Vol-1 (part-1*), Firma KLM Private Limited, Kolkata, First edition 2002.

Journal

1. Dr. Sita Ram Roy, *Pre-Aryan Culture of Bihar*, Historical Research Series Vol. XII, General Editor Anantalal Thakur, Comprehesive History of Bihar, Vol. I, Part I, Kashi prasad Jayaswal Research Institute Patna, Patna, 1974.
2. Jayanta Singh Roy & Syed Kamrul Ahsan, *Distribution Pattern of Prehistoric Archaeological Records Discovered from Chaklapunji Area, Hobigonj District*, Bangladesh Historical Stidies: Vol. 2002-04, Executive Editor: Professor Zaheda Ahmed, Bangladesh Historical Association, Dhaka, November 2005.
3. Abdul Momin Chowdhury, *Geography of Ancient Bengal: An Approach to its Study*, Bangladesh Historical Studies, Executive Editor: Muntasir Mamoon, Journal of the Bangladesh Itihas Samiti, Vol, 11. Dacca, 1977.
4. L. A. Narain, *The Neolithic Culture of Eastern India,* Essays in Indian Prehistory, Edited by: D. P. Agrawal & Dilip K. Chakrabarti, B.R. Publishing Corporation, Delhi, First Published: 1979.
5. Jayanta Singh Roy, *Location of Prehistoric Archaeological Records of Lalmai Hills: Some Observation on Distribution Patterns,* Pratnatattva, Vol. 15, June 2009, Executive Editor: Dr. Seema Hoque, Journal of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

গবেষণার সার সংক্ষেপ

এই এমফিল গবেষণাকর্মটি *চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাক-ইতিহাস নির্ধারণে একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ* শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ ইং সেশনের এমফিল গবেষক মো. শাহীনুজ্জামান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণাটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। এই গবেষণাটি গবেষকের ব্যক্তিগত উৎসাহ থেকে ২০০৭ সালে শুরু হয়েছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে গবেষণাটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান গবেষণাধীন অঞ্চলে ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কগিন জে ব্রাউন কর্তৃক ও ১৯৫৮ সালে ডাইসন কর্তৃক রাঙামাটিতে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কারের সূত্র ধরে মাঠকর্মভিত্তিক এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে মানুষের বিচরণ ছিল।

এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষণাধীন অঞ্চলের মোট ১১টি স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ও গবেষণার সুবিধার্থে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্তির স্থানগুলোর নামকরণ ইংরেজি ভাষায় করা হয়েছে। গবেষণাধীন অঞ্চলের ৩টি জেলা থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার ২টি স্থান হলো Sitakunda Eco Park (SK) ও Basbaria Rubber-bagan-side Chhara (BRC)। রাঙামাটি জেলার ৮টি স্থান হলো New Circuit-house Helipad Southern-slope (NCS), New Circuit-house helipad Western-slope (NCW), New Circuit-house Momin-Alir-Bari (NCM), Ghagra Bazaar-road-side (GB), Midpoint Gulsakhali (MIG), BDR-camp Back-side Chhara (BDC), Karallachhari Army-camp Helipad Norther-slope (KAHN) ও Karallachhari Army-camp Eastern-slope (KAE)। খাগড়াছড়ি জেলার ১টি স্থান হলো Maisa-Chakmar-dokan Chhara’s-opposite Garden (MCG)।

এসব স্থান থেকে বিভিন্ন ধরনের ২০টি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। হাতিয়ারগুলোর মধ্যে রয়েছে Scraper Core (SK-1), Broken Axe (SK-2), Small Axe (SK-3), Side Scraper (SK-4), Celt (BRC-1), Convex

Scraper (BRC-2), Convex Scraper (BRC-3), Axe (BRC-4), Axe (BRC-5), Chisel like Narrow Body (BRC-6), Small Tiny Chopping (NCW-1), Celt (NCM-1), Broken Point (GB-1), Small Celt-Cum-Side-Scraper (NCS-1), Flake Used as Side Scraper (KAHN-1), Small Convex Scraper (KAE-1), Celt (BDC-1), Broken Celt (BDC-2), Broken Pick like Celt (BDC-3)।

এর পূর্বে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো সীতাকুণ্ড এলাকাকে একটি ফ্যাক্টরি সাইট বা হাতিয়ার তৈরির স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। একই সাথে জীবিকার তাগিদে এই এলাকার বনাঞ্চলে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের বিচরণ ছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইতোপূর্বে এই অঞ্চলে যেসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সেগুলোকে গবেষকগণ পার্শ্ববর্তী এলাকা বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশের সিলেট ও কুমিল্লা এবং মিয়ানমারের সাথে সম্পৃক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই এই মতের উপর ভিত্তি করে বলা যায় গবেষণাধীন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত যেসব নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোও উল্লিখিত অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত। এই গবেষণাটি ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন সূত্র ও সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশা করা যায়।

গবেষক

মো. শাহীনুজ্জামান

এমফিল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০৭

সেশন: ২০১২-১৩ ইং

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়